স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ম্যানুয়াল

(আয়কর আইন ২০২৩, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ ও আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ এর আলোকে)

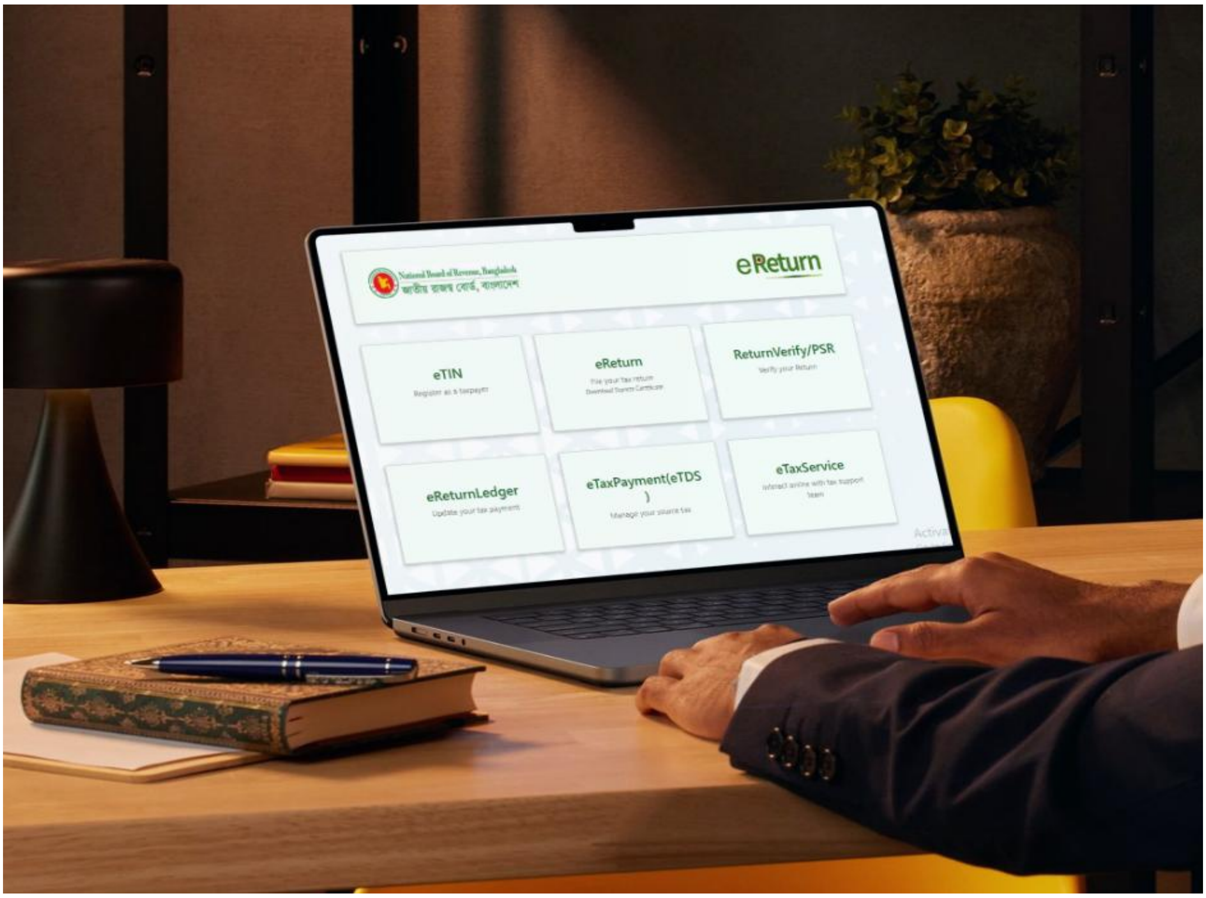

AIN
SHEBA

প্রকাশক : আইন সেবা

২৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,

জহুরা নাভানা স্কয়ার, বাংলামোটর

ঢাকা -১২০৫।

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সম্পাদনা : **রহিমা হক**

ব্যারিষ্টার-এট- ল’

অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

মুন দাস

অ্যাডভোকেট, দায়রা ও জেলা জজ আদালত, ঢাকা

ফারহান শাহরিয়ার

গবেষনা সহযোগী, আইন সেবা

প্রাক-কথন

এই ম্যানুয়ালটি আয়কর আইন ২০২৩, বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ ও আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ এর একটি সহজে ব্যবহার যোগ্য সংস্করণ। সরকারের আয়কর পরিপত্র ও আয়কর নির্দেশিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যানুয়ালটিতে আয়কর পরিপত্র ও আয়কর নির্দেশিকার তথ্যগুলো মূলত এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে এটি সাধারণ পাঠকের কাছে আরও সহজে বোধগম্য হয়। প্রতিটি অধ্যায়কে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য লিংকযুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য হলো করদাতাদের কর বিষয়ে সঠিক ধারণা প্রদান করে তাদের কর পরিচালনাকে স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তোলা এবং কর ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিশ্বাস ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। তাই আশা করি, এই ম্যানুয়ালটি পাঠকের জ্ঞানে ব্যাপক সমৃদ্ধি এবং কর সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে সহজ করবে।

আমরা আশা করি, এটি করদাতাদের কর এবং রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়াকে আরও সহজে বুঝতে এবং সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।আয়কর ও কর সংক্রান্ত বিষয়াবলী সময়ের সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতিশীল থাকে, যা চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও সাধারণ করদাতাদের জন্য যথাযথ হালনাগাদ ও সঠিক বোধগম্যের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। এই ম্যানুয়ালটিতে সর্বশেষ ও হালনাগাদকৃত আয়কর আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর প্রতিটি দিককে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে করদাতা ও পেশাজীবীরা সহজেই আয়কর প্রক্রিয়া, করদায়িত্ব ও কর মওকুফ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে পারেন।

ম্যানুয়ালটিতে মূলত করদাতার পরিচিতি, করযোগ্য আয় ও করব্যবস্থার পরিধি, কর মওকুফ ও করদায়িত্বের নিয়মাবলী সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন উদাহরণ ও বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে কর নির্ধারণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা কর সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিলতাকে অনেকাংশে সহজ করবে। এই ম্যানুয়ালটি শিক্ষার্থী, কর পরামর্শদাতা, ব্যবসায়ী ও সরকারের কর অফিসারসহ সকলের জন্য একটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

আমারা বিশ্বাস করি, এই ম্যানুয়ালটি পাঠকের জন্য কর বিষয়ক বিভ্রান্তি দূর করবে ও তাদের কর বিষয়ক কাজকে সহজ ও কার্যকর করবে। প্রকাশকের পক্ষ থেকে এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে এই ম্যানুয়ালটি প্রয়োজনে নিয়মিত হাল নাগাদ করা হবে এবং আরও উন্নত এবং বিস্তৃত করার জন্য পাঠকদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে আরও সমৃদ্ধ করা হবে।

এই ম্যানুয়ালটি শুধুমাত্র তথ্য এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রণীত। এটি সরকারের প্রকাশিত আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ ও আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ একটি সরলীকৃত সংস্করণ। সুনির্দিষ্ট আইনি বা কর সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সূচিপত্র

১. প্রাথমিক তথ্য ৮

১.১ করদাতা ৮

১.২. করবর্ষ ও আয়বর্ষ : ৮

১.৩. রিটার্ন দাখিলের তারিখ ৮

১.৫. নিবাসী/অনিবাসী ৯

১.৬. আয়ের খাত: ৯

১.৭. সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের খাত: ৯

২.করদায় পরিগণনা ১০

২.১. করদায় পরিগণনার ক্ষেত্রে একজন করদাতার ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রসমূহ ১০

২.২. কর পরিগণনা ১২

২.৩. নিয়মিত উৎসের আয় ১২

২.৪. করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর ১৩

২.৫. অগ্রীম কর ১৩

২.৬. চূড়ান্তকরদায় ১৩

২.৭. বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত ১৪

২.৮. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত ১৪

২.৮.১. উদাহরণ-০১ .... ১৫

২.৮.২. উদাহরণ-০২ .... ১৬

৩.চাকরি হইতে আয় ১৮

৩.১.১. বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি ১৮

৩.১.২. মূল বেতন ১৯

৩.১.৩. পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ ২০

৩.২. কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয় ২০

৩.৩. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরুপণ ২১

৩.৪.১. উদাহরণ- ৩ .... ২২

৩.৪.২. উদাহরণ- ৪ .... ২৩

৩.৪.৩. উদাহরণ-৫ .... ২৩

৪.ভাড়া হইতে আয় ২৪

৪.১. মোট ভাড়ামূল্য পরিগনা ২৪

৪.২. ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন ২৫

৪.৩. বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা ২৬

৪.৩.১. উদাহরণ ৬ .... ২৭

৪.৩.২. উদাহরণ ৭ .... ২৮
৪.৩.৩. উদাহরণ ৮ .... ২৮
৪.৪. রিটার্ন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ/ দলিল/প্রমান : ২৯
৫.কৃষি খাতের আয় ৩০
৫.১.১. উদাহরণ-৯ .... ৩০
৫.১.২. উদাহরণ ১০ .... ৩১
৫.১.৩. উদাহরণ-১১ .... ৩১
৫.২. কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ ৩২
৫.৩. হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা ৩৩
৫.৪. কৃষি হইতে আয় প্রদর্শনের জন্য রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তফসিল রয়েছে ৩৩
৬. ব্যবসা হইতে আয় ৩৪
৬.১. ব্যবসা ৩৪
৬.২. ব্যবসা হইতে আয় ৩৪
৬.৩. অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ ৩৪
৬.৩.১. ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ ৩৪
৬.৩.২. ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয় ৩৫
৬.৩.৩. বিশেষ বিয়োজন ৩৫
৬.৪. উদাহরণ ১২ .... ৩৫
৬.৫ উদাহরণ ১৩ ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা উদাহরণ ৩৬
৬.৬. বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা ৩৬
৬.৬.১. উদাহরণ ১৪ .... ৩৭
৬.৭. ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ ৩৮
৬.৮.১. উদাহরণ ১৫ .... ৩৮
৬.৮.২. উদাহরণ ১৬ .... ৩৯
৬.৯. স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯১ এর সংশোধন ৪০
৬.১০. উদাহরণ ১৭ সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় ৪০
৭. মূলধনি আয় ৪২
৭.১.১ মূলধনি পরিসম্পদ ৪২
৭.১.২.“লভ্যাংশ”- ৪২
৭.১.৩“পুঞ্জিভূত মুনাফা” ৪৩
৭.১.৪. পরিসম্পদের অর্জন মূল্য ৪৩
৭.২. মূলধনি আয় নিরুপণ ও কর পরিগণনা - ৪৪
৭.৩.১. ৬ষ্ঠ তফসিল , অংশ ১ অনুচ্ছেদ ৩৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত মুলধনী আয়: ৪৪

৭.৩.২. সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী বিশেষ করহার ৪৪
৭.৪. মূলধনী লাভ খাতে আয় পরিগণনা ৪৪
৭.৪.১. উদাহরণ-১৯ .... ৪৪
৭.৫. উদাহরণ ২০........ ৪৬
৮.আর্থিক পরিসম্পদ ৪৮
৮.১. আর্থিক পরিসম্পদ বলতে বোঝায়,........ ৪৮
৮.২. "সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-........ ৪৮
৮.৩. আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ ৪৮
৮.৪. উদাহরণ ১৮ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত করদাতার আয় এবং কর পরিগণনা........ ৪৯
৯. অন্যান্য উৎস হইতে আয়........ ৫১
৯.১. উদাহরণ – ২১ .... ৫১
৯.২. স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১)) ৫১
৯.৩. উদাহরণ ২২........ ৫২
১০. স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ........ ৫৩
১০.১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ হার........ ৫৩
১০.১.২. পুরুষ করদাতার সারচার্জ পরিগণনার উদাহরণ ৫৫
১০.২. স্বাভাবিক ব্যক্তির পরিবেশ সারচার্জের হার ৫৭
১০.৩. পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর........ ৫৭
প্রশ্ন-১: দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে?........ ৫৭
প্রশ্ন-২: পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা? ৫৮
প্রশ্ন-৩: পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে TIN বা PSR এর প্রযোজ্যতা রয়েছে কিনা?........ ৫৮
প্রশ্ন-৪: পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা? ৫৮
১০.৪. উদাহরণ ২৩: মোটরযানের অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ........ ৫৮
১১. রিটার্ন দাখিল........ ৫৯
১১.১. রিটার্ন কারা দাখিল করবেন ৫৯
১১.২. করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে ৫৯
১১.৩. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে ৫৯
১১.৪. রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি........ ৬১
১১.৫. নির্দিষ্ট তারিখে রিটার্ন দাখিল ব্যর্থ হলে করণীয়........ ৬১
১১.৬.রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিগণনা ৬১
১১.৭. উদাহরণ-২৪ .... ৬৩
১১.৮.১. নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা ৬৪

১১.৮.২. উদাহরণ-২৫ .... ৬৪

১২. পরিশিষ্ট ৬৬

প্রথম তফসিল ৬৬

তৃতীয় তফসিল ৬৭

ষষ্ঠ তফসিল ৭৩

অংশ ১ .... ৭৩

অংশ ২ .... ৭৬

অংশ ৩ .... ৭৭

সপ্তম তফসিল ৭৮

বিশেষ করহার ৭৮

১. প্রাথমিক তথ্য

১.১ করদাতা

"করদাতা" অর্থ করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন[১], যথা:

(ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-

(অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা

(আ) যাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই **আইনের** অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;

(গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;

(চ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;

(ছ) যাহার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;

১.২. করবর্ষ ও আয়বর্ষ :

- ✓ করবর্ষ:[২] "করবর্ষ" অর্থ প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- ✓ আয়বর্ষ:[৩] "আয়বর্ষ" অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;

১.৩. রিটার্ন দাখিলের তারিখ

"রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ" এবং রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ" বলতে বোঝায়:-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিন;

(গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;

---

[১] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা ২২

[২] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা ২৪

[৩] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা ১৫

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

(অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করেন; বা

(আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করেন:

(ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অনিবার্য কারণ বিবেচনায় কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত তারিখ যা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের দিন হতে ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি হবে না;

(চ) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ যদি সরকারি ছুটির দিন হয়, তা হলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।

১.৫. নিবাসী/অনিবাসী

"নিবাসী[৪]" অর্থ কোনো আয়বর্ষে-

(ক) এইরূপ [কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি] যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ (একশত তিরাশি) বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) অথবা ততোধিক দিন;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

(গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; এবং

(ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্তা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যাহাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন হইয়াছে বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

১.৬. আয়ের খাত[৫]:

একজন করদাতার সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত সাতটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে আয়;
(খ) ভাড়া হইতে আয়;
(গ) কৃষি হইতে আয়;
(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
(ঙ) মূলধনি আয়;
(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়; এবং
(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

১.৭. সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের খাত[৬]:

আয়কর আইন ও ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এ অব্যহতি প্রাপ্ত আয়ের বিবরণ উল্লেখ করা আছে। এখানে উল্লেখিত কিছু আয় সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং কিছু আয় মূল খাত হতে আংশিক অব্যাহিত প্রাপ্ত।ই-রিটার্ণ পোর্টালে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রাপ্ত খাতের আয়ের তথ্য আলাদাভাবে দেখতে হয় বিধায় বোঝার সুবিধার্থে এই অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ অব্যহতি প্রাপ্ত (Fully Exempted) আয়ের খাত আলাদা থাকবে করা উল্লেখ হলো। খাত নিচে দেওয়া হলো:

১. বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স;
২. সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা থেকে আয়;
৩. হস্তশিল্প রপ্তানি থেকে আয়;

[৪] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা ৪৫
[৫] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৭
[৬] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৬৯

৪. করমুক্ত বন্ড বা সিকিউরিটিজ থেকে আয়;
৫. সরকার/মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত কল্যাণ ভাতা;
৬. সরকার থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার;
৭. বৃদ্ধাশ্রম থেকে আয়;
৮. নির্ধারিত পুরস্কার থেকে আয়;
৯. পেনশন থেকে আয়;
১০. সর্বজনীন পেনশন স্কিম থেকে আয়;
১১. ষষ্ঠ তফসিল, প্রথম খণ্ডের অধীনে অন্যান্য কর অব্যাহতি;
১২. এসআরও (SRO) দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি;

২.করদায় পরিগণনা

২.১. করদায় পরিগণনার ক্ষেত্রে একজন করদাতার ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রসমূহ

যেসব ক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী :

১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ (২) মতে , ধারা ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ এবং ১৩৯ এর অধীন কর্তন বা সংগৃহীত কর যেই সকল এক বা একাধিক উৎসসমূহের জন্য কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সকল উৎসসমূহের আয়ের উপর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে না।

২) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩(৫) অনুসারে (ক) যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অন্যূন ৪ (চার) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর আইনে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন ।

৩) করমুক্ত সীমার উর্দ্ধের আয়ের ক্ষেত্রে করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।

একনজরে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের উৎস[৭]

ধারা	ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ উৎসের আয়	ধারা	ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের উৎস
৮৮	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন	১১৭	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
৮৯	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন	১১৮	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন
৯০	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন	১২০	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
৯১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন	১২১	জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ

[৭] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৪৯

৯২	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন	১২২	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
৯৪	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ	১২৩	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ
৯৫	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ	১২৪	কোন সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন
১০০	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন	১২৬	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১০১	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন	১২৭	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ
১০২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন	১২৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ
১০৬	কর্তন সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর	১৩২	কোন নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ
১০৮	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন	১৩৩	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ
১১০	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন	১৩৪	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন	১৩৫	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১৩	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১৪	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১১৫	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন	১৩৮	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ
১১৬	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হতে কর কর্তন	১৩৯	নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ

২.২. কর পরিগণনা [৮]

১। প্রথমে সকল খাতের আয়গুলো যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে। ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ও মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, কর নির্ধারণের জন্য মোট আয়কে আবশ্যিকভাবে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে, যথা:

(ক) নিয়মিত উৎসের আয় (অর্থাৎ এটি ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় নয় বা চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় নয়);

(খ) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় ;

(গ) চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়

২। যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হতে আয় করে থাকেন, সেক্ষেত্রে,

(ক) নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হবে;

(খ) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করিতে হবে; যদি উক্তরূপে পরিগণনাকৃত কর উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হবে।

উক্ত করদাতার করদায় হইবে (খ) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং (ক) এর অধীন নিয়মিত করের সমষ্টি। এরপর উক্তরূপে নির্ধারিত করদায়ের সাথে চূড়ান্ত কর যোগ করে গ্রস করদায় নির্ধারণ করতে হবে।

৩। কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়ের বিপরীতে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবী করা যাবে।

৪। ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের বিপরীতে কর রেয়াত দাবীর পরে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবী করতে হবে।

৫। যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত করবর্ষে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হবার কারণে যে পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হয়েছে, সেই পরিমাণ অধিক কর, পরবর্তী যে করবর্ষে করদাতার নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হতে অধিক হয়, সেই করবর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

৬। কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর যেই পরিমান অধিক প্রদান করা হয়েছে তা যদি পরবর্তী কোনো করবর্ষে সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না যায় তা হলে যে পরিমান ন্যূনতম কর অসমন্বিত থাকবে তা পরবর্তী করবর্ষসমূহের প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয়ের জন্য জের টানা যাবে।

২.৩. নিয়মিত উৎসের আয়[৯]

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর (ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫% ২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

[৮] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৮

[৯] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৯

২.৪. করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর[১০]

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

- একজন করদাতার আয় যে কোনো স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।
- কোনো করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থানস্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করহার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন চাকরিজীবী করদাতা কোনো আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিককাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থানস্থল বলে বিবেচিত হবে।
- করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

২.৫. অগ্রীম কর

অগ্রীম কর বলতে বোঝায় আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৫৪ এর

(১) এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে তাহার মোট আয় ৬ (ছয়) লক্ষ টাকার অধিক হইলে উক্ত করদাতা কর্তৃক প্রতি চলমান অর্থবৎসরে আয়ের উপর অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে তাহা "অগ্রিম কর" হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

(ক) করদাতা কেবল জমি চাষাবাদ হইতে অনধিক ৮ (আট) লক্ষ টাকা উপার্জন করেন;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মোট আয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যথা:-

(অ) "মূলধনি আয়"; বা

(আ) "এককালীন আয়" প্রকৃতির কোনো আয় যাহা এই অংশের অধীন যে চলমান অর্থবর্ষে অগ্রিম কর পরিশোধ্য, উক্ত অর্থবর্ষে উপার্জনের প্রত্যাশা করা যায় না।

২.৬. চূড়ান্তকরদায়[১১]

যে আয়ের ক্ষেত্রের উপর কর পরিশোধ করলে ঐ আয়ের ওপর করদাতার আর কোনো অতিরিক্ত করদায় থাকে না সেটাই হলো চূড়ান্তকরদায় ।অর্থাৎ, এই আয়ের ওপর কর পরিশোধ করার পর সংশ্লিষ্ট আয়টি আর করদাতার মোট আয়ের সাথে কর পরিগননার জন্য যোগ করা হয় না।

সঞ্চয়পত্রের সুদ,সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ আয়, নগদ রপ্তানি ভর্তুকি আয় ও সম্পত্তি হস্তান্তর হতে আয় চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত আয় হওয়ায় এই সকল আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা।

চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ উৎসের আয়

[১০] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৫২

[১১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৫০

ধারা	**চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ আয়ের উৎস**
১০৫	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন
১১১	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন
১২৫	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ

২.৭. বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত[১২]

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী)

- নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।
- আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

(ক) ০.০৩ × 'ক' ('ক' - কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) বা

(খ) ০.১৫ × 'খ' ('খ' কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।); বা

(গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম,

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং
'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

২.৮. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত[১৩]

একজন করদাতার বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

১. জীবন বিমার প্রিমিয়াম;
২. সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
৩. স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
৪. কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা;
৫. অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
৬. যে কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
৭. সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
৮. বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে নতুন বিনিয়োগ;

[১২] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ৫৩
[১৩] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা – ৫৩-৫৪

৯. সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় স্থাপিত এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত দান;
১০. যাকাত তহবিলে চাঁদা বা দান;
১১. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
১২. মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
১৩. icddr,b তে প্রদত্ত দান;
১৪. CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
১৫. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
১৬. বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ, রোগীকল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, Palliative Care Society of Bangladesh (PCSB), আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন এ প্রদত্ত দান;
১৭. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

২.৮.১. উদাহরণ-০১[১৪]

ধরা যাক, মিজ অন্বেষা চৌধুরী একজন সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী। তাঁর বেতন খাত, গৃহ সম্পত্তি ও সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় রয়েছে।

<u>২০২৫-২০২৬ করবর্ষে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:</u>

ক্রম	আয়ের খাতসমূহ	পরিমাণ (ট)
১.	বেতন খাতে আয়	৭,১৮,২০০
২.	গৃহসম্পত্তি হতে আয়	১,২০,০০০
৩.	নিয়মিত উৎসে আয়	৮,৩৮,২০০
৪.	সঞ্চয়পদত্রর সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করোয়), সঞ্চয়পত্রের সুদ ১০% হারে উৎসে কর্তনের পরিমান ৫,০০০	৫০,০০০
	মোট আয়	৮,৮৮,২০০

<u>২০২৫-২০২৬ করবর্ষে উক্ত বিনিয়োগের খাতের পরিমাণ নিম্নরূপ:</u>

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	৯৬,০০০
২.	কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বিমা স্কীমের কিস্তি	৩,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
৪.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	১২,০০০
৫.	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	৫,০০০
	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি	২,১৬,০০০

<u>২০২৫-২০২৬ করবর্ষে উক্ত করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:</u>

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)

[১৪] উদাহরণ -১৬, পৃষ্ঠা – ৫৪, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৮,৩৮,২০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৩,৩৮,২০০ টাকার উপর ১০%	৩৩,৮২০
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৪৩,৮২০

<u>মিজ চৌধুরীর তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:</u>

(ক)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৮,৮৮,২০০- ৫০,০০০) = ৮,৩৮,২০০ টাকা × ০.০৩	২৫,১৪৬	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ২,১৬,০০০ টাকা × ০.১৫	৩২,৪০০	
(গ)	১০,০০,০০০		
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		২৫,১৪৬

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৫,১৪৬ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ	(৪৩,৮২০ - ২৫,১৪৬)	= ১৮,৬৭৪
বাদ: উৎসে কর্তিত কর		= ৫,০০০
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ		**= ১৩,৬৭৪**

২.৮.২. উদাহরণ-০২[১৫]

ধরা যাক, জনাব মাসুম আজিজ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পেনশনভোগী করদাতা। তাঁর গৃহ সম্পত্তি খাত পেনশন, কৃষি আয় ও সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাতসমূহ	পরিমাণ (ট)
(ক) গৃহসম্পত্তি হতে আয়	৫,০০,০০০

[১৫] উদাহরণ -১৭, পৃষ্ঠা – ৫৫, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

(খ) কৃষি আয়	১,০০,০০০
নিয়মিত উৎসে আয়	৬,০০,০০০
(গ) সঞ্চয়পদত্রর সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করদয়),	৫০,০০০
সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর্তনের পরিমান ৫,০০০ টাকা	
(ঘ) পেনশন থেকে বার্ষিক প্রাপ্তি (কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়)	
মোট করযোগ্য আয়	৬,৫০,০০০

জনাব আজিজের রেয়াত পাওয়ার যোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
২.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১,৫০,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপঃ

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)
সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৬,০০,০০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
পরবর্তী ১,৫০,০০০ টাকার উপর ১০%	১৫,০০০
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	২৫,০০০

জনাব আজিজের তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবেঃ

(ক)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০- ৫০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা × ০.০৩	১৮,০০০	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ১,৫০,০০০ টাকা × ০.১৫	২২,৫০০	
(গ)	১০,০০,০০০		
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		১৮,০০০

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ১৮,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (২৫,০০০-১৮,০০০)	৭,০০০
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ	২,০০০

৩.চাকরি হইতে আয়

চাকরি হইতে আয়[১৬] এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংক-কে বুঝাবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:

(অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;

(আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;

(ই) অগ্রিম বেতন;

(গ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;

(উ) পারকুইজিট;

(ড) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

৩.১.১. বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি[১৭]

"বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি" অথবা "বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন:

(আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;

(ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

(ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

"পারকুইজিট" অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;

(আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

[১৬] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ১২

[১৭] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ১৭

৩.১.২. মূল বেতন[১৮]

"মূল বেতন" অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

[১৮] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ১৮

৩.১.৩. পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ[১৯]

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১৫ (পনেরো) হাজার টাকা; (খ) ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা; (গ) ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা; (ঘ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।
৩	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

৩.২. কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়[২০]

কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ক-খ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;
(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে ক - খ নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ- শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

[১৯] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ১৮
[২০] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা - ১৯

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ (Reimbursement) যদি-

ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(২৭) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা কম;

৩.৩. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরুপণ[২১]

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রহিতক্রমে এস. আর.ও. না১২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশসমূহে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত থাকবে, যথা:

চিকিৎসা ভাতা, নববর্ষ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, কার্যভার ভাতা, পাহাড়ি ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিন ভাতা, পোশাক ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ধোলাই ভাতা, বিশেষ ভাতা, প্রেষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা, জুডিশিয়াল ভাতা, চৌকি ভাতা, ডোমেস্টিক এইড এলাউয়েন্স, ঝুঁকি ভাতা, একটিং এলাউয়েন্স, মোটরসাইকেল ভাতা, আর্মরার এলাউয়েন্স, নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা, টেলিকম এলাউয়েন্স, ক্লিনার এলাউয়েন্স, ড্রাইভার এলাউয়েন্স, মাউন্টেড পুলিশ এলাউয়েন্স, পিবিএক্স এলাউয়েন্স, সশস্ত্র শাখা ভাতা, বিউগলার এলাউয়েন্স, নার্সিং এলাউয়েন্স, দৈনিক বা খোরাকী ভাতা, ট্রাফিক এলাউয়েন্স, রেশন মানি, সীমান্ত ভাতা, ব্যাটম্যান ভাতা, ইন্সট্রাকশনাল এলাউয়েন্স, নিযুক্তি ভাতা, আউটফিট ভাতা এবং গার্ড পুলিশ ভাতা।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এর "চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর.ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে কি না?

- হ্যাঁ, হবে।

➢ সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস. আর.ও নং-৩৭০-আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করতে পারেন মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-০৮.০০.০০০.১৬৫.৫৩.০০১.১৯-৩১, তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়।

➢ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত স্মারকের আলোকে উল্লেখিত ব্যাংকসমূহের বোর্ড সভায় বেতন কাঠামো হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস. আর.ও নং-৩৭০- আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

➢ ফলে, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের "চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর.ও. নং-২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এখানে উল্লেখ্য, বর্ণিত ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০১৭-২০১৮ করবর্ষ হতে এ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

[২১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা – ১৯ - ২০

৩.৪.১. উদাহরণ- ৩[২২]

জনাব মিজানুর রহমান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মাসিক ৫,০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে জনাব মিজানুর রহমান এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

<u>মোট আয় পরিগণনা</u>

মূল বেতন (৫৬,৫০০০ × ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০০ × ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২) = ১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০

<u>করদায় পরিগণনা</u>

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
অবশিষ্ট ৩,৪১,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩৪,১০০
মোট করদায়	৩৯,১০০

<u>বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)	১,৬৮,০০০
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ x ১২)	১,৮০০
৩। গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ x ১২)	১,২০০
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ x ১২)	৬০,০০০
মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০

★ ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

[২২] উদাহরণ -১, পৃষ্ঠা – ২৩, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

<u>কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ</u>

(ক)	০.০৩ × ৭,৯১,০০০ (ক★)	২৩,৭৩০
(খ)	০.১৫ × ২,৩১,০০০ (খ★)	৩৪,৬৫০
(গ)	১০,০০,০০০	
(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম		২৩,৭৩০

এক্ষেত্রে-

- 'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং
- 'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ (৩৯,১০০ - ২৩,৭৩০)= ১৫,৩৭০ টাকা।

৩.৪.২. উদাহরণ- ৪[২৩]

ধরা যাক, উদাহরণ-৩ এ বর্ণিত করদাতা জনাব মিজানুর রহমান একটি সরকারি একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয়সমূহ যেহেতু জনাব মিজানুর রহমান এর জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয় তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ **সকল আয় করযোগ্য হবে।**

৩.৪.৩. উদাহরণ-৫[২৪]

উদাহরণ-৩ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোনো **প্রতিবন্ধী কর্মচারীর** থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফলে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০০ × ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০	
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০০× ২)	১,১৩,০০০	
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২) = ১৮,০০০ (করমুক্ত)		
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)		
মোট আয়	৭,৯১,০০০	
<u>করদায় পরিগণনা</u>		
প্রথম ৪,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার		০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%		৫,০০০
অবশিষ্ট ২,১৬,০০০ টাকার উপর ১০%		২১,৬০০
মোট আয়ের উপর আয়কর		২৬,৬০০
বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে		২৩৭৩০
পার্থক্য		২,৮৭০

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০

[২৩] উদাহরণ -২, পৃষ্ঠা – ২৪, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬
[২৪] উদাহরণ -৩, পৃষ্ঠা – ২৪, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

৪.ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে[২৫]। ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

১. কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়।

২. সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।

৩. হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন পরিগণনা করতে হবে।

এখানে[২৬],

(১) "গৃহসম্পত্তি" অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা—

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:

(অ) কোনো ভবন যাহা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়

(৩) "সম্পত্তি" অর্থ গৃহসম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

৪.১. মোট ভাড়ামূল্য পরিগনা [২৭]

(১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ= গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ= উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঘ= গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঙ = শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হইলে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

[২৫] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা –২৭

[২৬] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৫

[২৭] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা –২৮

উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত, গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ= গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ= অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।

(৩) কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ উক্ত ব্যক্তির স্বীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে বা উহা হইতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় "ভাড়া হইতে আয়" খাতের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

৪.২. ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন[২৮]

কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আম পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;

(ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে: তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না;

(ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত অংক, যথা:-

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে
১	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে;

(ছ) যেক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আমবর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

[২৮] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬, পৃষ্ঠা –২৮

৪.৩. বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা[২৯] [৩০]

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী,

১. ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলিয়া দাবি করিলে, উহা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

২. অ্যাকাউন্টিং সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অননুমোদিত বিয়োজনসমূহ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৩. কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বাবদ গৃহীত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে, উক্তরূপে গৃহীত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবেঃ

   তবে শর্ত থাকে যে,

   (অ) যেইক্ষেত্রে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের বৎসরের পরবর্তী পাঁচ বৎসর অথবা চুক্তির মেয়াদ, যাহা কম হইবে, উহার মধ্যে উক্ত অর্থ সমন্বয় করিতে হইবে;

   (আ) গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বা তাহার কোনো অংশ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পর অসমন্বয়কৃত থাকিলে, উক্ত অসমন্বয়কৃত অঙ্ক সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে

৪. কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অঙ্ক, উহা যেই নামেই অভিহিত হোক না কেন, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবেঃ

   তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত অর্থকে এমনভাবে বণ্টন করা যাইবে, যাতে কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির বৎসর এবং পরবর্তী চার বৎসরে সমান অংশে তাহা গণ্য করা যায়ঃ

   তবে আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক উক্ত অর্থ বা তাহার কোনো অংশ পরবর্তী কোন আয়বর্ষে ফেরত প্রদানকৃত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার "ভাড়া হইতে আয়" পরিগণনার ক্ষেত্রে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

ধারা ৩৯ (৩) ও (৪) , ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। (আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ২০)

৫. এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় এর ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৬. এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর নিয়মিত করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।

[২৯] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৯

[৩০] আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা - ২০

৪.৩.১. উদাহরণ ৬[৩১]

ধরা যাক, ঢাকার বনানী এলাকায় মিস আমেনা পারভীনের একটি তিনতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। ২য় ও ৩য় তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জুলাই মাস থেকে মাসিক ৬০,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। তিনি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম হিসেবে দুজন ভাড়াটিয়া হতে ৮,০০,০০০ টাকা করে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে, ২,৪০,০০০ টাকা করে (২০,০০০ x ১২ মাস) সারা বছরে সমন্বয় করেছেন। তিনি ভাড়ার সাথে পৌরকর বাবদ ২৪,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৯০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মিস পারভিনের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

ভাড়ামূল্য (মাসিক ভাড়া ৬০,০০০ × ১২ × ২ মাস) =		১৪,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ		
১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%) =	৩৬০,০০০	
২। পৌর কর (২৪,০০০০ ২/৩)* =	১৬,০০০	
৩। ভূমি রাজস্ব (৯০০০ ২/৩)* =	৬০০	
৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (৩০,০০০০ ২/৩)* =	২০,০০০	
❖ স্বনিবাস ১/৩ অংশ ও ভাড়া ২/৩ অংশ =	৩,৯৬,৬০০	
গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয় =	১০,৪৩,৪০০	

সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিস আমেনা পারভীন মোট সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন (৮,০০,০০০০২) টাকা= ১৬,০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে, মাসিক সমন্বয়যোগ্য ২০,০০০ টাকা ভাড়ামূল্য হিসেবে প্রাপ্ত ৬০,০০০ টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে সমন্বয় করেছেন। অর্থাৎ, সারা বছরে সমন্বয় করেছেন (২০,০০০×১২×২) = ৪,৮০,০০০ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় (১৬,০০,০০০-৪,৮০,০০০) টাকা ১১,২০,০০০ টাকা। উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম বাবদ ১১,২০,০০০ টাকা তিনি রিটার্নের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে প্রদর্শন করবেন। মোট আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত অংকের কোন প্রভাব নেই।)

মিজ পারভীনের নিরূপিত মোট আয় ১০,৪৩,৪০০ টাকার বিপরীতে ধার্যকৃত করের পরিমাণ হবে

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
অবশিষ্ট ১,৪৩,৪০০ টাকা আয়ের উপর-	১৫%	২১,৫১০
	মোট	৬৬,৫১০

প্রদেয় করের পরিমাণ ৬৬,৫১০ টাকা।

- ✔ এক বা একাধিক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বমোট ২৫ হাজার টাকার বেশী প্রাপ্ত হলে বাড়ীর মালিককে ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত ভাড়া জমা করতে হবে। বাড়ীর মালিক (ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক এ বিধান পরিপালন করা না হলে গৃহ-সম্পত্তি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫০% অথবা ৫,০০০ টাকা, দু'টির মধ্যে যা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।
- ✔ কোনো করদাতার ব্যবসা হইতে আয় থাকলে তাকে ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট বাড়ী, অফিস বা দোকান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

[৩১] উদাহরণ -৪, পৃষ্ঠা – ২৯, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

৪.৩.২. উদাহরণ ৭[৩২]

ধরা যাক, ঢাকার বনানী এলাকায় মিস আমেনা পারভিনের একটি তিনতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। ২য় ও ৩য় তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রতি তলা মাসিক ৬০,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। তিনি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম হিসেবে একজন ভাড়াটিয়া থেকে ৬,০০,০০০ টাকা অগ্রীম ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। অপর ভাড়াটিয়া হতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত ৮,০০,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। মোট গৃহীত অগ্রিম হতে ২,৪০,০০০ টাকা করে (২০,০০০ × ১২ মাস) সারা বছরে সমন্বয় করেছেন। তিনি পৌরকর বাবদ ২৪,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৯০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মিজ পারভিনের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

ভাড়ামূল্য = (মাসিক ভাড়া ৬০,০০০ X ১২ মাস × ২) = ১৪,৪০,০০০

বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ

১.	মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)	৩৬০,০০০
২.	পৌর কর (২৪,০০০০ ২/৩) *	১৬,০০০
৩.	ভূমি রাজস্ব (৯০০০ ২/৩) *	৬০০
৪.	গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (৩০,০০০০ ২/৩) *	২০,০০০
	*স্বনিবাস ১/৩ অংশ ও ভাড়া ২/৩ অংশ	৩,৯৬,৬০০
	গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয় =	১০,৪৩,৪০০

সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিজ আমেনা পারভিন মোট সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন ১৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা অগ্রিম তিনি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেননি। ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী উক্ত ৮ লক্ষ টাকা তার ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে বিশেষ ভাড়া হতে আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ হবে। উক্ত ৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে কোন প্রকারের বিয়োজন প্রযোজ্য হবে না এবং উক্ত গৃহীত অগ্রিমের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হবে।

অতএব, ভাড়া হইতে মোট আয় (১০,৪৩,৪০০ + ৮,০০,০০০) = ১৮,৪৩,৪০০ টাকা

করদাতা মোট গৃহীত অগ্রিম হতে মাসিক ২০,০০০ টাকা করে সারা বছরে সমন্বয় করেছেন (২০,০০০০১২) ২,৪০,০০০ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় (১৪,০০,০০০-২,৪০,০০০) টাকা = ১১,৬০,০০০ টাকা। উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম বাবদ ১১,৬০,০০০ টাকা তিনি রিটার্নের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে প্রদর্শন করবেন।

৪.৩.৩. উদাহরণ ৮[৩৩]

জনাব জামিল জনাব করিমকে প্রতি মাসে ১০০,০০০ টাকায় একটি ফ্ল্যাট ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ভাড়া দেন। তিনি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ৭২০,০০০ টাকার সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন, যা প্রতি বছর ৯০,০০০ টাকা করে মোট ৮ বছরের মধ্যে সমন্বয় করা হবে। এছাড়া জনাব জামিল ২০০,০০০ টাকা অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। তিনি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। ২০২৬-২৭ করবর্ষে জনাব জামিলের করযোগ্য আয় নিম্নরূপ:

গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য (১,০০,০০০ টাকা×১১)	১১, ০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য কর্তন: (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: মোট ভাড়া মূল্যের ২৫%	(২৭৫,০০০)
ভাড়া থেকে আয়	৮২৫,০০০
যোগ: বিশেষ ভাড়া আয়	

[৩২] উদাহরণ -৩, পৃষ্ঠা – ২১, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬
[৩৩] উদাহরণ -৪, পৃষ্ঠা – ২২, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

অব্যয়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (২৭৫,০০০-১৫০,০০০)	১২৫,০০০
অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম (২০০,০০০/৫)	৪০,০০০
ভাড়া থেকে মোট করযোগ্য আয়	৯,৯০,০০০

- করদাতা সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন বিধায় তা ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে বিশেষ ভাড়া আয় হিসেবে গণ্য হবে না। তবে, ২০২৬-২০২৭করবর্ষ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের ১১ মাসে (৭,৫০০০১১) বা ৮২,৫০০ টাকা এবং পরবর্তী ৫ করবর্ষে (৯০,০০০০৫) বা ৪,৫০,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট (৪,৫০,০০০+৮২,৫০০) বা ৫,৩২,৫০০ টাকা সমন্বয় করার পর ২০৩১-২০৩২ করবর্ষ শেষে অসমন্বয়কৃত অগ্রিমের পরিমাণ থাকবে (৭,২০,০০০- ৫,৩২,৫০০) টাকা বা ১,৮৭,৫০০ টাকা। উক্ত ১,৮৭,৫০০ টাকা ২০৩১ -৩২ করবর্ষে করদাতার বিশেষ ভাড়া হিসেবে যোগ্য হবে।
- গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম করদাতার বিশেষ ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। তবে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী কর নির্ধারণের জন্য প্রাপ্তির বছর ও পরবর্তী ৪ বছর অর্থাৎ মোট ৫ বছর জুড়ে অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বিতরণ করা যেতে পারে। উপরের উদাহরণে অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,০০,০০০ টাকা ৫ বছরে বিতরণ করলে প্রতি বছরে দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকা।

৪.৪. রিটার্ন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ/ দলিল/প্রমান[34] :

(অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদেরকপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;

(ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;

(ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বিমাকৃত হলে বিমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;

(উ) শূন্যতা ভাতা দাবী করলে তার সমর্থনে বিদ্যুৎ বিলের কপি;

(ঊ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদির কপি

[৩৪] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ১৪

৫.কৃষি খাতের আয়[৩৫]

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিত হবে। তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা হতে আয় খাতে প্রাপ্তি এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হতে আয় খাতে প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে।

৫.১.১. উদাহরণ-৯[৩৬]

জনাব সৌমিক এর একটি ডেইরি ফার্ম রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তিনি ডেইরি ফার্ম হতে ১০,০০,০০০ টাকা নীট আয় প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া ব্যাংক সুদ বাবদ তার আয় হয়েছে ৫,৫০,০০০ টাকা। উক্ত সুদের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৫৫,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে করদাতার কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ

কর নির্ধারণ:

(ক) কৃষি হইতে আয় (যেহেতু করদাতার কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আম (ব্যাংক সুদ) ব্যতীত অন্য কোন আয়ের উৎস নাই, সেহেতু ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ২০ অনুযায়ী ৫,০০,০০০ টাকা আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।)		৫,০০,০০০
(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ)		৫,৫০,০০০
মোট আয়		১০,৫০,০০০
কর পরিগণনা যেহেতু করদাতার নিয়মিত আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এমন আম রয়েছে, সেহেতু উক্ত করদাতাকে নিম্নরূপে কর পরিগণনা করতে হবে।		
(ক) <u>নিয়মিত আয়ের উপর নিয়মিত হারে করদায়ঃ</u> এখানে জনাব সৌমিকের নিয়মিত উৎসের আম (কৃষি হইতে আয়) ৫,০০,০০০ টাকার বিপরীতে নিয়মিত হারে করদায়	১০,০০০	
(খ) <u>নিয়মিত আম এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এমন আয়ের উপর নিয়মিত হারে করদায়ঃ</u> কৃষি হইতে আম নিয়মিত উৎসের আম এবং ব্যাংক সুদ আয় ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আম বিধায় এই দুই খাতের মোট আম (৫,০০,০০০ + ৫,৫০,০০০) ঢাকা বা ১০,৫০,০০০ টাকার উপর নিম্নমিত হারে করদায়।		৭৫,০০০

[৩৫] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩০

[৩৬] উদাহরণ -৫, পৃষ্ঠা – ৩১, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

নিয়মিত আয় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) (খ) অনুযায়ী কর নিরূপণ: ব্যাংক সুদের বিপরীতে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা। তাই ধারা ১৬৩(৪) (খ) অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় এর উপর নিয়মিত করদায় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের উপর ন্যূনতম করদায়ের প্রেক্ষিতে করদাতার করদায় হবে (১০,০০০ + ৫৫,০০০) টাকা বা ৬৫,০০০ টাকা		৬৫,০০০
কৃষি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আমের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) অনুযায়ী করদায় হবে (খ) ও (গ) এর মধ্যে যা অধিক অর্থাৎ,		৭৫,০০০
করের পরিমাণ		৭৫,০০০

৫.১.২. উদাহরণ ১০[৩৭]

জনাব হান্নান ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসা হতে ২০,৫০,০০০ টাকা এবং বীজ বিপণন ব্যবসা হতে ৮,৫০,০০০ টাকা আয় করেন। করদাতার অন্য কোন খাতের আয় নেই। এক্ষেত্রে, ২০২৫-২৬ করবর্ষে জনাব হান্নানের করযোগ্য আয় হবে (২০,৫০,০০০ + ৮,৫০,০০০-৫,০০,০০০) টাকা বা, ২৪,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০ক) অনুযায়ী একাধিক উৎস থেকে আয় থাকলেও অনধিক ৫,০০,০০০ টাকা করদাতার মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।

৫.১.৩. উদাহরণ-১১[৩৮]

জনাব ইফতেখার কালামের একটি ডেইরি ফার্ম ও একটি মাছের হ্যাচারী রয়েছে। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে ডেইরি ফার্ম হতে তিনি ৪,৫০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হন এবং মাছের হ্যাচারী হতে ৭,৮০,০০০ টাকা আয়প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়বর্ষে তিনি ডিপিএসে বিনিয়োগ করেন ৬০,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে জনাব ইফতেখার কালামের কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ

ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০ক) অনুযায়ী জনাব কালামের মাছের হ্যাচারী হতে আয় বাবদ ৭,৮০,০০০ টাকার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। কিন্তু, কৃষি হতে আয়ের (ডেইরি ফার্ম) পাশাপাশি মাছের হ্যাচারী ব্যবসা খাতে আয় থাকায় ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোন কর অব্যাহতি সুবিধা তিনি প্রাপ্য হবেন না।

অতএব, জনাব কালামের করযোগ্য মোট আয় (২,৮০,০০০+৪,৫০,০০০) = ৭,৩০,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ২,৮০,০০০ টাকার উপর ১০%	২৮,০০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৩৩,০০০

[৩৭] উদাহরণ -৯, পৃষ্ঠা – ৩৬, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

[৩৮] উদাহরণ -১০, পৃষ্ঠা – ৩৬, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৭,৩০,০০০ টাকা × ০.০৩	২১,৯০০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৬০,০০০ টাকা ০.১৫	৯,০০০
(গ)	১০,০০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		৯,০০০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৯,০০০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৩৩,০০০
কর রেয়াত	৯,০০০
প্রদেয় কর	২৪,০০০

৫.২. কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ[৩৭]

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;

(ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম:

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ:

(ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-

(অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;

(আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;

[৩৭] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৭

(জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক;

(ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এমন কোনো স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

৫.৩. হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা[৪০]

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী কৃষি আয় হিসাব করতে হবে:

৫.৪. কৃষি হইতে আয় প্রদর্শনের জন্য রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তফসিল রয়েছে[৪১]

তফসিল ৩		
আয়ের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০১	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২	গ্রস মুনাফা	
০৩	সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋনের সুদ, বিমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪	নিট আয় (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

[৪০] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৮
[৪১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৮

৬. ব্যবসা হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

৬.১. ব্যবসা[৪২]

"ব্যবসা" অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

৬.২. ব্যবসা হইতে আয়[৪৩]

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;

(খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;

(গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক ব্য না হউক;

(ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;

(ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

৬.৩. অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

৬.৩.১. ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ[৪৪]

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;

(খ) এই আইন ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;

ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;

(ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;

(চ)ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;

(ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;

(জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;

(ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্টি চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;

(ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়

(ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;

(ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;

(ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;

(ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়:

---

[৪২] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৯

[৪৩] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৮

[৪৪] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৩৯

(ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;

(থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;

(দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;

(ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহিকৃত ব্যয়;

(ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;

(প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং

(ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহিকৃত অন্যান্য ব্যয়।

৬.৩.২. ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয়[৪৫]

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এর দফা (ড) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (ট), (ঠ) এবং কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বাবদ মোট পরিশোধের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকিলে অন্য মাধ্যমে পরিশোধিত মোট অঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য, ধারা ৫৫ এর দফা (ঢ) বিলোপ করা হয়েছে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

৬.৩.৩. বিশেষ বিয়োজন[46]

এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;

(খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;

(গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;

(ঘ) অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা;

(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং

(চ) কুঋণ ব্যয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বনির্ধারনী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, যে আয়বর্ষে রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) আয়বর্ষের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে "ব্যবসা হতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে

৬.৪. উদাহরণ ১২[৪৭]

মি: মিজানের ট্রেডিং ব্যবসায় 'ট' এর ২০২৪-২৫ আয়বর্ষের তথ্য নিম্নরূপঃ

(ক) কর পূর্ববর্তী নীট আয় ১০,০০,০০০ টাকা।

(খ) ভাড়া বাবদ পরিশোধ ৪,০০,০০০ টাকা।

(গ) বেতন বাবদ পরিশোধ ১২,০০,০০০ টাকা।

(ঘ) অন্যান্য খাতের পরিশোধ ১৪,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে নগদে পরিশোধ ১০,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে, অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% দাঁড়ায় (১৪,০০,০০০ x ০.৫) বা ৭,০০,০০০ টাকা। করদাতা অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% এর অধিক নগদে পরিশোধ করেছেন বিধায় ধারা ৫৫ এর দফা (ড) অনুযায়ী নগদে পরিশোধিত ১০,০০,০০০ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২,৫০,০০০ টাকা বিয়োজন হিসেবে অনুমোদন হবে না।

[৪৫] আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ২৪

[৪৬] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪০

[৪৭] উদাহরণ -৫, পৃষ্ঠা – ২৪, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

৬.৫ উদাহরণ ১৩[৪৮] ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা উদাহরণ

ধরা যাক, জনাব সাঈদ আহসান দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষের শুরুতে তিনি ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ৪০,০০০ টাকা।
জনাব সাঈদ আহসানের ব্যবসা খাতে নীট আয় পরিগণনা ও করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		৩০,০০,০০০
বাদ: বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য		২৪,০০,০০০
গ্রস মুনাফা		৬,০০,০০০
বাদ: খরচ		
কর্মচারীর বেতন	৬০,০০০	
ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ	১,০০,০০০	
ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় ৪০,০০০মূলধনী, জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না	শূন্য	
মোট খরচ		১,৬০,০০০
ব্যবসা খাতে অবচয়-পূর্ব আয়		৪,৪০,০০০
বাদ: অবচয় (depreciation)		
ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারণে ফার্নিচার ৪০,০০০ টাকার উপর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ১০% হারে ৪,০০০ টাকা অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবেন		৪,০০০
ব্যবসা খাতে নীট আয়-		৪,৩৬,০০০

করদাতার নিরূপিত মোট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার বিপরীতে করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৮৬,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫%	৪,৩০০
মোট	৪,৩০০

করদাতার ব্যবসার অবস্থান দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় বিধায় ন্যূনতম করদায় ৩০০০ টাকা। কাজেই, করদাতার প্রদেয় কর ৪৩০০ টাকা।

৬.৬. বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা[৪৯]

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (ধ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য হবে। তবে হাসকৃত কর হার প্রযোজ্য হয় এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গণ্য বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর উক্তরূপ হাসকৃত হারে করদায় নির্ধারিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

[৪৮] উদাহরণ -৫, পৃষ্ঠা – ২৪, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬
[৪৯] আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ২৫

৬.৬.১. উদাহরণ ১৪[৫০]

- কমল 'ঘ' নামক একক মালিকানা সফটওয়্যার ব্যবসায় নিয়োজিত। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে 'ঘ' এর নীট আয় ২০,০০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে যা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। কোম্পানি উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বেতন পরিশোধ করেছে ১,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া, বিবেচ্য আয়বর্ষে পরিসম্পদ বিক্রয় বাবদ কোম্পানির মূলধনী আয় ৪,০০,০০০ টাকা। 'ঘ' জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একটি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

এক্ষেত্রে কোম্পানির আয় পরিগণনা নিম্নরূপ-

কর পূর্ববর্তী নীট আয়	২০,০০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	৬,৫০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়	৪,০০,০০০ টাকা
ব্যবসা হতে আয়	৩০,৫০,০০০ টাকা

বিবরণ	যে অঙ্কের উপর কর প্রযোজ্য	প্রযোজ্য কর হার	করের পরিমান
ব্যবসায়ের আয়ের উপর কর	২০,০০,০০০ টাকা	০%	০
ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য এবং ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়ের উপর কর	১০,৫০,০০০ টাকা	১০০০০০– ৫% ৪,০০,০০০– ১০%, ৫,০০,০০০– ১৫% ৫০,০০০– ২০%	১,৩০,০০০ টাকা
মোট করদায়			১,৩০,০০০ টাকা

[৫০] উদাহরণ -৭, পৃষ্ঠা – ২৭, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

৬.৭. ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ[৫১]

করদাতা কোনো অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে কর রেয়াত পাবেন।

ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ভূত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না।

নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

ট= ক ×(খ/গ), যেইক্ষেত্রে-

ট= গড় হারে কর,

ক= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ মোট আয়ের উপর কর রেয়াত পূর্ব হিসাবকৃত কর,

খ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

গ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

৬.৮.১. উদাহরণ ১৫[৫২]

ধরা যাক, জনাব তুহিন আহমেদ একটি ফার্মের ১/৩ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ৯,০০,০০০ টাকা এবং কর পরিশোধ করেছে ৫২,৫০০ টাকা। জনাব তুহিন আহমেদ ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার হিস্যা পেয়েছেন= (৯,০০,০০০/৩)= ৩,০০,০০০ টাকা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত গৃহ-সম্পত্তির নীট আয় ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতা মোট ২,০০,০০০ টাকা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন।

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে জনাব আহমেদের মোট আয় হবে (৩,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা। মোট আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকার উপর ১০%	১৫,০০০
মোট আয়ের উপর আয়কর	২০,০০০

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং উক্ত রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা

নিম্নরূপ:

ট= ক × (খ/গ)

ট= ২০,০০০ × (৩,০০,০০০/৬,০০,০০০)

ট= ১০,০০০

করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ: ২০,০০০ - ১০,০০০ টাকা= ১০,০০০ টাকা।

করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত নির্ধারণঃ

(অ) ০,০৩ × ৩,০০,০০০
(অংশীদারী ফার্ম হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৩,০০,০০০ বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) = ৯,০০০
(আ) ০.১৫ × ২,০০,০০০ = ৩০,০০০
(ই) ১০,০০,০০০
মোট রেয়াতের পরিমান হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) ।এ তিনটির মধ্যে যেটি কম = ৯,০০০।
যেহেতু, করদাতার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করদায় ৫,০০০ টাকা, অতএব, করদাতার নীট প্রদেয় কর হবে ৫,০০০ টাকা।

---

[৫১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪৭

[৫২] উদাহরণ -১৪, পৃষ্ঠা – ৪৭, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

৬.৮.২. উদাহরণ ১৬[৫৩]

মিজ সেতারা পারভিন একটি ফার্মের ১/৪ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ২০,০০,০০০ টাকা। মিজ পারভিন ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার অংশ পেয়েছেন = (২০,০০,০০০/৪) = ৫,০০,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত গৃহ-সম্পত্তি হতে নীট আয় ছিল ৪,০০,০০০ টাকা। করদাতা তার ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়ী হিসাব হতে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যাংক সুদ আয় প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে ৩০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তিত হয়েছে। এছাড়া, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাবদ তিনি ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে উৎসে কর্তিত ২৫,০০০ টাকা তার চূড়ান্ত করদায়। সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে নতুন করে ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন।
করদায় পরিগণনা:

(ক) ভাড়া হতে আয়	৪,০০,০০০
(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	৫,৫০,০০০
[৩,০০,০০০ + ২,৫০,০০০]	
(গ) ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়	৫,০০,০০০
মোট আয়	**১৪,৫০,০০০**

কর পরিগণনা: যেহেতু করদাতার নিয়মিত আয়, ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এমন আয় রয়েছে, সেহেতু উক্ত করদাতাকে নিম্নরূপে কর পরিগণনা করতে হবে-		
(ক)	এখানে মিজ পারভিনের নিয়মিত উৎসের আয় ভাড়া হতে আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়। অর্থাৎ, করদাতার মোট নিয়মিত উৎসের আয় (৪,০০,০০০ + ৫,০০,০০০) ৯,০০,০০০ টাকার বিপরীতে করদায়-	৪৫,০০০
(খ)	ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় চূড়ান্ত করদায় নয় বিধায় এই তিন খাতের আয় (৪,০০,০০০ + ৩,০০,০০০ +৫,০০,০০০) টাকা বা ১২,০০,০০০ উপর করদায়-	৯০,০০০
ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়ের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) অনুযায়ী কর নিরূপণ:		
(১)	ব্যাংক সুদের উপর করদাতার করদায় (৯০,০০০ ৪৫,০০০) টাকা বা ৪৫,০০০ টাকা। ব্যাংক সুদের বিপরীতে কর্তিত করের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা। তাই ধারা ১৬৩(৩) অনুযায়ী ভাড়া হতে আয়, ব্যাংক সুদ আয় এবং ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়ের প্রেক্ষিতে করদাতার করদায় হবে (৪৫,০০০ + ৪৫,০০০) টাকা বা ৯০,০০০ টাকা	৯০,০০০
চূড়ান্ত করদায় নিরুপণ:		
(২)	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর স্বাভাবিক ব্যক্তি (২) করদাতার জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত। এই উৎসের বিপরীতে মোট করের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা	২৫,০০০
	করের পরিমাণ [(১)+(২)]	১,১৫,০০০

[৫৩] উদাহরণ -১২, পৃষ্ঠা – ৪৭, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং উক্ত রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

ট= ক × (খ/গ)

ট= ১,১৫,০০০ × (৫,০০,০০০/১৪,৫০,০০০)

ট= ৩৯,৬৫৫ টাকা

করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ: ১,১৫,০০০ ৩৯,৬৫৫ টাকা ৭৫,৩৪৫ টাকা।

করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত নির্ধারণ:

(অ) ০.০৩ × ৭,০০,০০০ (অংশীদারী ফার্ম হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৫,০০,০০০ এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এমন আয় অর্থাৎ সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ২,৫০,০০০ বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) = ২১,০০০

(আ) ০.১৫ × ২,০০,০০০ = ৩০,০০০

(ই) ১০,০০,০০০

মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম = ২১,০০০। অতএব, করদাতার নীট প্রদেয় কর হবে (৭৫,৩৪৫ ২১,০০০) = ৫৪,৩৪৫ টাকা

অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর

১। ব্যাংক সুদ হতে উৎসে কর্তিত কর	৩০,০০০
২। সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে উৎসে কর্তিত কর	২৫,০০০
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর	৫৫,০০০ টাকা
অতএব, অতিরিক্ত পরিশোধিত কর	৬৫৫ টাকা

৬.৯. স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯১ এর সংশোধন[৫৪]

রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ বা লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার বিষয়ের জন্য অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ প্রদান বা ক্রেডিটের সময় [ভিত্তিমূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।]

৬.১০. উদাহরণ ১৭[৫৫] সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয়

জনাব জাহিদ কবির বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একজন কর্মচারী। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	২৬,০০০
উৎসব বোনাস ২টি (২৬,০০০ × ২)	৫২,০০০
চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৫০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪,৪০০

তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ৩,২০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা।

[৫৪] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪৯

[৫৫] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৭৩,

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে জনাব জাহিদ কবির এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়:

মূল বেতন (২৬,০০০ × ১২ মাস)	৩,১২,০০০
উৎসব বোনাস (২৬,০০০ × ২)	৫২,০০০
মোট আয়	৩,৬৪,০০০

* জনাব করিরের ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আয়বছরে যে চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন তা তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি (ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এসব ভাতার জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
অবশিষ্ট ১৪,০০০ টাকার উপর ৫%	৭০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ।

(১) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩,২০০ x ১২)	৩৮,৪০০
২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০০× ১২)	১,৮০০
(৩) গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ x ১২)	১,২০০
মোট বিনিয়োগ	৪১,৪০০

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা× ০,০৩	১০,৯২০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৪১,৪০০ টাকা × ০ ০.১৫	৬,২১০
গ)		১০,০০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম)	৬,২১০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৬,২১০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০
কর রেয়াত	৬,২১০
প্রদেয় কর	৫,০০০

যেহেতু, মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৭০০ টাকা এবং আইনানুগ রেয়াতের পরিমাণ ৬,২১০ টাকা। এইক্ষেত্রে, করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। কর রেয়াতের পরিমাণ কখনোই করদায়ের বেশি হবে না। অর্থাৎ, উপরের কর পরিগণনা অনুযায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হলেও করদাতার করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত আয় থাকায় এক্ষেত্রে করদাতার অবস্থান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে

ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় হলে ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

একই আয় যদি কোনো প্রতিবন্ধী অথবা গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার হয় অর্থাৎ মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা যথাক্রমে ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা হওয়ায় তাদেরকে কোনো কর প্রদান করতে হবে না। এছাড়াও একজন মহিলা করদাতার মোট আয় যদি ৩,৬৪,০০০ টাকা হয়, যার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে এবং যার স্বামী প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য কোনো অব্যাহতির সীমা গ্রহণ করেন না, তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা হওয়ায় তাকেও কোনো কর প্রদান করতে হবে না।

৭. মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা।

৭.১.১ মূলধনি পরিসম্পদ[৫৬]

"মূলধনি পরিসম্পদ" অর্থ- আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা ৭৭ অনুযায়ী,
(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;
(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে:
(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,
তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল:

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৭.১.২."লভ্যাংশ"-

আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২ এর উপধারা ৮১ অনুযায়ী, লভ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হইবে :
(ক) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ, যদি এইরূপ বণ্টনের ফলে কোম্পানির পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায়;
(খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যেকোনো প্রকারের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ;
(গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানির অবসায়নকালে উক্তরূপ অবসায়নের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানির পুঞ্জিভূত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;
(ঘ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;
(ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;

[৫৬] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪২

(চ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ;

(ছ) কোনো কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) যেইক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়নকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানির উদ্বৃত্ত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে, সেইক্ষেত্রে উপ-দফা (গ) বা (ঘ) অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ারসহ যেকোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ, অথবা ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-স্টকের দায়মোচন;

(আ) যেইক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোনো কোম্পানির মূল ব্যবসা সেইক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোনো শেয়ারহোল্ডারকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণ;

(ই) কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানি কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং ২৭[উপ-দফা (ছ)] এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যাহার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে ততটুকু;

(ঈ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার;

[(উ) কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক কর পরবর্তী মুনাফা স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হইলে উক্ত বন্টনকৃত অংশ;

[সংশোধিত বিধান ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।]

৭.১.৩"পুঞ্জিভূত মুনাফা"

পুঞ্জিভূত মুনাফা" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে

(ক) এই দফায়, এই আইনের অধীন অনুমোদনযোগ্য কোনো ভাতা, কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে সৃষ্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ;

(খ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে, এইরূপ বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সকল মুনাফা; এবং

(গ) উপ-দফা (গ) এর ক্ষেত্রে, কোম্পানিটি অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উহার সকল মুনাফা;

৭.১.৪. পরিসম্পদের অর্জন মূল্য[৫৭]

পরিসম্পদের অর্জন মূল্য বলতে বোঝায় :

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

(১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;

(৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা

(৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

[৫৭] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪২

৭.২. মূলধনি আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনা -

মূলধনি আয় পরিগণনা - আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ অনুযায়ী, পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত **পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য** মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

৭.৩.১. ৬ষ্ঠ তফসিল , অংশ ১ অনুচ্ছেদ ৩৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত মূলধনী আয়:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে, যদি তা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

৭.৩.২. সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী বিশেষ করহার

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং অর্থ সম্পর্কিত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আয়কর আইনের অধীন "মূলধনি আয়" হিসেবে পরিগণিত হয় এরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করতে হবে:

(অ) যেক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।

(আ) যেক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের উপর ১৫% হারে করারোপিত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

৭.৪. মূলধনী লাভ খাতে আয় পরিগণনা

৭.৪.১. উদাহরণ-১৯[৫৮]

মিজ ঝর্ণা রহমান ঢাকার গুলশান থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে ব্যবসা হতে ২০,০০,০০০ টাকা নিট মুনাফা প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়ের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে তিনি ২,৪০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করেন। মিজ ঝর্ণা রহমানের ক্যাপিটাল মার্কেট হতে Realized Gain রয়েছে ৫৫,০০,০০০ টাকা এবং Unrealized Gain রয়েছে ৩০,০০,০০০ টাকা। বিবেচ্য আয়বর্ষে তিনি ৫০,০০,০০০ টাকার সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন যার দলিলে উল্লিখিত হস্তান্তর মূল্য ছিলো ৫ কোটি টাকা। দলিল মূল্যের বাইরে করদাতা প্লট বিক্রয় বাবদ ব্যাংক মাধ্যমে আরো ২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, প্লটটি বিক্রয় বাবদ করদাতা মোট ৭ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন যার সমর্থনে করদাতা প্লটের বায়না দলিল ও ব্যাংক বিবরণী দাখিল করেছেন।

হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৭৫ লাখ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দলিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ লাখ টাকা উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি পরিসম্পদ

[৫৮] উদাহরণ -১২, পৃষ্ঠা – ৪৩, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করেছেন। করদাতার ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের আয় ও কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ

করদাতার করযোগ্য মোট আয় নিম্নরূপ:			
ক্রম	আয়ের খাত		করযোগ্য মোট আয়
১	ব্যবসা হতে নীট আয়		২০,০০,০০০
২	ক্যাপিটাল মার্কেট হতে Realized Gain (মূলধনি আয়) (৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত)	(৫৫,০০,০০০-৫০,০০,০০০)	৫,০০,০০০
৩	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্য অনুযায়ী মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত)	(৫,০০,০০,০০০-২৫,০০,০০০)	৪,৭৫,০০,০০০
৪	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায় নয়)		২,০০,০০,০০০
		মোট আয়	৭,০০,০০,০০০

নোটঃ Unrealized Gain একজন করদাতার আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। একই সাথে, এটি সম্পদ পরিবৃদ্ধির উৎস হিসেবেও প্রদর্শনযোগ্য নয়

ক। করদায় পরিগণনা		
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%	৭৫,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%	১,০০,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%	২৫,০০০
নিয়মিত উৎসের আয় ২০ লক্ষ টাকার উপর করদায়		**২,৪৫,০০০**
Realized Gain (মূলধনি আয়) ৫,০০,০০০ এর উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার অনুযায়ী করদায় (৫,০০,০০০*১৫%)		**৭৫,০০০**
জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার উপর করদায় (উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায়)		**৭৫,০০,০০০**

জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার অনুযায়ী করদায় (২,০০,০০,০০০*১৫%) (যেহেতু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে)	**৩০,০০,০০০**
মোট করদায়	**১,০৮,২০,০০০**

খ। করদাতার কর রেয়াত নির্ধারণ)			
(অ)	০.০৩ × ২০,০০,০০০	৬০,০০০	
(আ)	০.১৫ × ৫০,০০,০০০	৭,৫০,০০০	
(ই)	১০,০০,০০০		
মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম =			৬০,০০০
প্রদেয় করদায়			১,০৭,৬০,০০০
গ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১	অগ্রিম কর	২,৪০,০০০	
২	উৎসে পরিশোধিত কর	৭৫,০০,০০০	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৭৭,৪০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ			৩০,২০,০০০

সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ (১) এ অনীত পরিবর্তনের ও প্রয়োগ সংক্রান্ত উদাহরণ :

৭.৫. উদাহরণ ২০[৫৯]

মিজ শমরিতা মজুমদার ঢাকার আগারগাঁও থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে ভাড়া হতে মোট ১০,০০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হয়েছেন। ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন যার দলিলে উল্লিখিত হস্তান্তর মূল্য ছিলো ৫ কোটি টাকা। দলিল মূল্যের বাইরে করদাতা প্লট বিক্রয় বাবদ ব্যাংক মাধ্যমে আরো ২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, প্লটটি বিক্রয় বাবদ করদাতা মোট ৭ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন যার সমর্থনে করদাতা প্লটের বায়না দলিল ও ব্যাংক বিবরণী দাখিল করেছেন। হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৭৫ লাখ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দলিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ লাখ টাকা উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করেছেন।

করদাতার মোট করযোগ্য আয় নিম্নরূপ:

---

[৫৯] উদাহরণ -২৩, পৃষ্ঠা – ৮৩, আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২০২৬

ক্রম	আয়ের খাত	করযোগ্য মোট আয়
১	ভাড়া হতে আয়	১০,০০,০০০
২	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্য অনুযায়ী মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত) (৫,০০,০০,০০০-২৫,০০,০০০)	৪,৭৫,০০,০০০
৩	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায় নয়)	২,০০,০০,০০০
	মোট আয়	**৬,৮৫,০০,০০০**

ক। করদায় পরিগণনা		
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%	১৫,০০০
নিয়মিত উৎসের আয় ১০ লক্ষ টাকার উপর করদায়		**৬০,০০০**
জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার উপর করদায় (উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায়)		**৭৫,০০,০০০**
জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার অনুযায়ী করদায়(২,০০,০০,০০০*১৫%)(যেহেতু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে)		**৩০,০০,০০০**
মোট করদায়		**১,০৫,৬০,০০০**

খ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১	উৎসে পরিশোধিত কর	৭৫,০০,০০০	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৭৫,০০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ			**৩০,৬০,০০০**

৮.আর্থিক পরিসম্পদ

৮.১. আর্থিক পরিসম্পদ বলতে বোঝায়,

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২ অনুযায়ী,
কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা:-

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ। [দ্রষ্টাব্য সংজ্ঞা ৭.১.২]

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।
তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত হবে না।

৮.২. "সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে[৬০]-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮.৩. আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ[৬১]

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে,
যথা:

(ক) ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ:

(খ) কেবল 'আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়' অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ:

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

[৬০] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪৫
[৬১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪৬

৮.৪. উদাহরণ ১৮ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত করদাতার আয় এবং কর পরিগণনা[62]

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিজ পূর্ণিমা ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে নিম্নরূপ বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
(ক)	মাসিক মূল বেতন	২৯,৩০০
(খ)	২টি উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ x ২)	৫৮,৬০০০
(গ)	চিকিৎসা ভাতা	৩০০০
(ঘ)	আপ্যায়ন ভাতা	৫০০

এছাড়া মিজ পূর্ণিমা নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন, সম্পদ ও বিনিয়োগ রয়েছে-

১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি ১৫০০ সিসি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।
২. তার গৃহ সম্পত্তি ভাড়া হতে ১,২০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ৫০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১,১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।
৩. লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।
৪. ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে তার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।
৫. তিনি ১,০০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।
৬. জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ৬০,০০০ টাকা দিয়েছেন।

মিজ পূর্ণিমার মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

(ক) চাকরি হইতে আয়:

মূল বেতন (২৯,৩০০ × ১২)	৩,৫১,৬০০
উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ × ২)	৫৮,৬০০
চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০০ ১২)	৩৬,০০০
আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ × ১২)	৩,৬০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১০,৭২০ × ১২)	১,২৮,৬৪০
মোটরগাড়ি সুবিধা (১৫,০০০ × ১২) (১৫০০ সিসি পর্যন্ত মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে) =	১,৮০,০০০
চাকরি হইতে মোট আয় =	৭,৫৮,৪৪০
বাদ: চাকরি হইতে আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি কম =	২,৫২,৮১৩
চাকরি হইতে আয় =	৫,০৫,৬২৭

(খ) ভাড়া হইতে আয়: ১,২০,০০০

(গ) কৃষি হইতে আয়: ৬০,০০০

(ঘ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

(অ) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ	১,৫০,০০০
(আ) ব্যাংক সুদ আয়	১,১০,০০০
	২,৬০,০০০
মোট আয়	৯,৪৫,৬২৭

[62] উদাহরণ -ক, পৃষ্ঠা –৭৪, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

যেহেতু করদাতার নিয়মিত আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এমন আয় রয়েছে, সেহেতু উক্ত করদাতাকে নিম্নরূপে কর পরিগণনা করতে হবে-

১) নিয়মিত উৎসের আয়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (চাকুরি, ভাড়া ও কৃষি হতে) আয় ৬,৮৫,৬২৭ টাকা

নিয়মিত উৎসের জন্য করদায় ২৩,৫৬৩ টাকা।

২) নিয়মিত উৎসের আয়ের জন্য ও ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ (লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদ) আয়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের আয়	৬,৮৫,৬২৭	
ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়	২,৬০,০০০	
দুইটি উৎসের আয়ের সমষ্টি =	৯,৪৫,৬২৭	
৯,৪৫,৬২৭ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	৫১,৮৪৪	
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর		২৩,৫৬৩
লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদ আয়ের জন্য নিয়মিত করদায়		২৮,২৮১

লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর ২৬,০০০ টাকা।

ধারা ১৬৩ অনুযায়ী, লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের জন্য ন্যূনতম কর হবে ২৮,২৮১ টাকা।

৩) এক্ষেত্রে, ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে মিজ পূর্ণিমার মোট করদায় হবে (২৩,৫৬৩+২৮,২৮১) = ৫১,৮৪৪ টাকা।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা:

(ক) সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ	১,০০,০০০ টাকা
(খ) জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান	৬০,০০০ টাকা
মোট	১,৬০,০০০ টাকা

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট আয় ৯,৪৫,৬২৭ টাকা x ০.০৩	২৮,৩৬৯
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১,৬০,০০০ টাকা x ০.১৫	২৪,০০০
(গ)		১০,০০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম	২৪,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ= ২৪,০০০ টাকা।

মোট আরোপযোগ্য কর	৫১,৮৪৪
বাদ: কর রেয়াত	২৪,০০০
প্রদেয় কর	২৭,৮৪৪

সারচার্জের পরিমাণঃ

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা হওয়ায় প্রদেয় আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। সারচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় (২৭,৮৪৪ টাকার ৩০%) ৮,৩৫৩ টাকা।	৮,৩৫৩
ফলে মোট প্রদেয় কর	৩৬,১৯৭

মিজ পূর্ণিমার মোট প্রদেয় কর (৩৬,১৯৭ - ২৬,০০০) টাকা বা ১০,১৯৭ টাকা

৯. অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা:

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;

(গ) খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (mineral deposits and hydrocarbons) এবং সুনাম (goodwill) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট, হস্তান্তর হতে অর্জিত আয়;

(ঘ) যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ঙ) গোষ্ঠী বিমা পলিসি হইতে কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;

(চ) ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।

- ✓ অন্যান্য উৎস হইতে আয়ভুক্ত কোনো উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়।

৯.১. উদাহরণ – ২১[৬৩]

- ➢ মিজ সুফিয়া আক্তার বক্তৃতা দিয়ে উৎস কর ১০,০০০ টাকা কেটে রাখার পর ৯০,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তাহলে বক্তৃতা বাবদ মিজ সুফিয়া আক্তারের অন্যান্য উৎসের আয় হবে (৯০,০০০+ ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎসে কেটে রাখা আয়কর তার জন্য অগ্রিম কর পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তিনি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন/দাবী করতে পারবেন। মোট আয়ের উপর নিরূপিত করদায়ের বিপরীতে এরূপে পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি করদাতার আয়ের সকল উৎসের জন্য নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহলে করদাতাকে ১০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫৫,০০০-১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৯.২. স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

[৬৩] উদাহরণ -১৩, পৃষ্ঠা –৪৬, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

৯.৩. উদাহরণ ২২[৬৪]

একজন শিক্ষকের অন্যান্য উৎস হইতে আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব নাফিজ আহমেদ বেসরকারি ইংরেজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার একজন শারীরিকভাবে অসমর্থ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী করদাতা নন। ১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ছিল নিম্নরূপঃ

বেতন খাত:

মাসিক মূল বেতন ৩০,০০০

বাড়ী ভাড়া ভাতা ১৫,০০০

চিকিৎসা ভাতা ১,০০০

উৎসব বোনাস- দু'টি মূল বেতনের সমান।

জনাব নাফিজ আহমেদ টিউশনী থেকেও উপার্জন করে থাকেন। তিনি মাসে মোট ০৬ (ছয়) ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতি ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ০৬ জন। প্রতি ছাত্র থেকে তিনি ৪,০০০ টাকা মাসিক সম্মানি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের বাসাতে ছাত্র পড়ান।

তিনি আয়বর্ষে ২,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪,৩০,০০,০০০ টাকা।

২০২৫-২০২৬ করবর্ষে করদাতার মোট আয় ও প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

চাকরি হইতে আয়:

মাসিক মূল বেতন (৩০,০০০X ১২) ৩,৬০,০০০

বাড়ী ভাড়া ভাতা (১৫,০০০ X ১২) ১,৮০,০০০

চিকিৎসা ভাতা (১,০০০X ১২) ১২,০০০

উৎসব বোনাস (৩০,০০০০× ২) ৬০,০০০

মোট= ৬,১২,০০০

বাদ: চাকরি হইতে আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি কম = ২,০৪,০০০

চাকরি হইতে আয় ৪,০৮,০০০

অন্যান্য উৎস হইতে আয়

টিউশনী থেকে প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ ×৬ জন X ৪,০০০ × ১২ মাস)

মোট আয়= ১৭,২৮,০০০

২১,৩৬,০০০

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর শূন্য

[৬৪] উদাহরণ -৩, পৃষ্ঠা –৭৯, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৭৫,০০০
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
(চ) অবশিষ্ট ২,৩৬,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর	২৫%	৫৯,০০০
প্রদেয় কর =		২,৭৯,০০০

প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা হিসেবে করমুক্ত আয় সীমা (৩,৫০,০০০+৫০,০০০) = ৪,০০,০০০ টাকা।

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,০০,০০০ টাকা × ০ ০.১৫	৩০,০০০
(খ)	মোট আয় ২১,৩৬,০০০ টাকা ×০ ০.০৩	৬৪,০৮০
(গ)		১০,০০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম	৩০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৩০,০০০ টাকা।

প্রদেয় কর।

ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে= ২,৭৯,০০০-৩০,০০০ = ২,৪৯,০০০ টাকা।

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যা সারচার্জ আরোপের লক্ষ্যে নীট সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা ৪ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় প্রদেয় কর ২,৪৯,০০০ টাকার উপর সারচার্জ বাবদ ২,৪৯,০০০ x ১০% ২৪,৯০০ টাকা প্রদেয় হবে। অর্থাৎ আয়কর ও সারচার্জ বাবদ করদাতার মোট প্রদেয় কর হবে ২,৪৯,০০০ টাকা + ২৪,৯০০ টাকা ২,৭৩,৯০০ টাকা।

১০. স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ

১০.১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ হার[৬৫]

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

[৬৫] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৬১

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

এখানে,

(১) "**নীট পরিসম্পদের মূল্যমান**" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

- ✓ এছাড়া, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

- ✓ কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

- ✓ সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোনো তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ- উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

১০.১.২. পুরুষ করদাতার সারচার্জ পরিগণনার উদাহরণ

একজন পুরুষ করদাতার সারচার্জ কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো:

	টাকা
(১) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৮০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(২) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৯০,০০,০০০
মোট আয়	৩,৪০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৩) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৩,১০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৪) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১,৩০,০০,০০০
করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
মোট আয়	৭০০০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০
(৫) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,০০,০০,০০০
করদাতার সর্বমোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি রয়েছে	
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,০০০
৬) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৭,৫০,০০,০০০
করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
মোট আয়	৭,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০

(৭) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১২,৫০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০
(৮) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১৫,৫০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০

(৯) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২০,০০,০০,০০০
জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়	৫,০০,০০০
অন্যান্য সূত্রের আয়	৩,৬০,০০০
মোট আয়	৮,৬০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমান (ক)+(খ)]	২,২৫,৫০০

(ক) জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়ের উপর (৪৫%):
২,২৫,০০০
(খ) অন্যান্য সুত্রের আয়ের উপর
(৩,৬০,০০০ ৩,৫০,০০০) x ৫% = ৫০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ:
(ক) ২,২৫,৫০০ x ২০% = ৪৫,১০০
(খ) ৫,০০,০০০ × ২.৫% = ১২,৫০০ ৫৭৬০০

(১০) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৫০,০০,০০,০০০
মোট আয়	৭,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩০% হারে):	৯,০০০

(১১) করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০
মোট আয়	৮০,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৯,৬৫,০০০
প্রদেয় স্যচার্জের পরিমান (৩৫% হারে):	৬,৬৭,৭৫০

(১২) করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০
মোট আয়	২,৮০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
প্রদেয় সারচার্জের পরিমান (৩৫% হারে):	শূন্য

১০.২. স্বাভাবিক ব্যক্তির পরিবেশ সারচার্জের হার[৬৬]

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যার নামে একাধিক মোটর গাড়ি আছে, তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে।

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
(২)	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
(৩)	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য ক্রমিক নং	৭৫,০০০
(৪)	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
(৫)	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
(৬)	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১ জুলাই, ২০২৫ হতে

২০২৬-২০২৭ করবর্ষের জন্য ইলেকট্রিক গাড়ির উপর পরিবেশ সারচার্জ প্রযোজ্য হবেনা।

১০.৩. পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর[৬৭]

প্রশ্ন-১: দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে?

মিজ অরণ্য অহম একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি। তাঁর ১৫০০ সিসির একটি সেডান কার এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের একটি টেসলা কার রয়েছে। দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে? গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর:

কোনো করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যতটি গাড়ি থাকবে ততটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। মিজ অরণ্য অহমের দুটো গাড়ি রয়েছে। তাঁকে কেবল একটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হতে পারে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির জন্য প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে।

[৬৬] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৬৪

[৬৭] মোটরযানের বিপরীতে উৎসে কর এবং পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫

এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সিসির একটি সেডান গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা এবং ১৭৫কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। এ দুটি গাড়ির মধ্যে ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা অধিক হওয়ায় করদাতা কর্তৃক পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে ২,০০,০০০ টাকা প্রদেয় হবে। এ-চালানের মাধ্যমে উক্ত সারচার্জের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে এ-চালানের কপি গাড়ির ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-২: পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা?
উত্তর: পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন-৩: পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে TIN বা PSR এর প্রযোজ্যতা রয়েছে কিনা?
উত্তর: পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) বা পিএসআর (PSR or Proof of Submission of Return) এর প্রযোজ্যতা নেই

প্রশ্ন-৪: পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা?
উত্তর: হ্যাঁ, পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১০.৪. উদাহরণ ২৩: মোটরযানের অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ[৬৮]

জনাব আকমল হোসেন দুইটি মোটর গাড়ির মালিক। একটি ২০০০ সিসির মোটর গাড়ি এবং অপরটি ৩০০০ সিসির মোটর গাড়ি। ২০২৪-২০২৫ আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় ৬,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ৮,০০,০০,০০০ টাকা।

করদাতার আয়ের উপর নিয়মিত হারে প্রদেয় আয়কর	২০,০০০ টাকা
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০% হারে)	২,০০০ টাকা

২০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর	৫০,০০০ টাকা
৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর	১,২৫,০০০ টাকা

করদাতার দুইটি মোটর গাড়ি থাকায় তাকে একটি মোটর গাড়ির জন্য ৫০% অধিক হারে কর পরিশোধ করতে হবে। অতএব, ৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর হবে (১,২৫,০০০+৬২,৫০০)= ১,৮৭,৫০০ টাকা।

অতএব, দুইটি মোটর গাড়ির জন্য মোট প্রযোজ্য অগ্রিম কর (৫০,০০০+১,৮৭,৫০০)= ২,৩৭,৫০০ টাকা।
যেহেতু, এক্ষেত্রে পরিশোধকৃত অগ্রিম কর নিয়মিত হারে প্রদেয় করের তুলনায় অধিক, সেহেতু করদাতাকে অগ্রিম করের অতিরিক্ত কোন কর পরিশোধ করতে হবে না। তবে নিয়মিত করদায়ের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অগ্রিম কর ফেরতযোগ্য হবে না।

আবার, করদাতার দুইটি মোটর গাড়ি থাকায় তাকে একটি মোটর গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

২০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য পরিবেশ সারচার্জ ৫০,০০০ টাকা ৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য পরিবেশ সারচার্জ ১,৫০,০০০ টাকা এক্ষেত্রে করদাতাকে ১,৫০,০০০ টাকা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

অতএব, করদাতার মোট প্রদেয় কর (২,৩৭,৫০০+২,০০০+১,৫০,০০০)= ৩,৮৯,৫০০ টাকা

[৬৮] উদাহরণ -২১, পৃষ্ঠা –৬৫, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

১১. রিটার্ন দাখিল[৬৯]

১১.১. রিটার্ন কারা দাখিল করবেন

কারা রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-
ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং
খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১১.২. করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;
২. মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;
৩. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়;
৪. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়।
৫. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;
৬. বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

১১.৩. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;
২. সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যে কোনো বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;
৩. কোম্পানি, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;
৪. ফার্ম, ফার্মের অংশীদার বা কোন ব্যক্তিসংঘ হলে;
৫. কোনো ব্যবসায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;
৬. গণকর্মচারী হলে;
৭. কোন অনিবাসী যার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা আছে:
৮. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;
৯. ধারা ২৬১ অনুসারে করদাতা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি;
১০. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;
১১. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে ও নবায়ন করতে;
১২. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের জন্য;
১৩. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার লাইসেন্স নবায়ন করতে;
১৪. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;
১৫. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ নবায়ন করতে;
১৬. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর

[৬৯] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ১-২

অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা নবায়ন করতে;

১৭. ট্রেডবডি বা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

১৮. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নবায়নে;

১৯. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স ও বায়িং হাউজ নিবন্ধন প্রাপ্তি ও নবায়নে:

২০. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তিতে:

২১. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে।

২২. লঞ্চ, স্টিমার, কৃষু ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৩. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের আমালয়া ঘরীতে ঠাঁই টিৎপাদনের অনুমতি পাখি ও নবায়নে।

২৪. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

২৫. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৬. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৭. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;

২৮. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখতে;

২৯. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

৩০. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

৩১. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

৩২. স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে:

৩৩. অ্যাডভাইজরি বা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩৪. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;

৩৫. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অনান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

৩৬. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে;

৩৭. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স নবায়নে;

৩৮. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভ ও নবায়ন এর ক্ষেত্রে;

৩৯. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৪০. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;

৪১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;

৪২. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের;

৪৩. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর;

৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৪৫. সামাজিক অনুষ্ঠান কর্পোরেট প্রোগাম ওয়ার্কশপ সেমিনার সিম্পোজিয়াম প্রশিক্ষণসহ সমজাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে ভাড়া বা অন্য সেবা গ্রহণকালে সেবা গ্রহনকারীর।

১১.৪. রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি[৭০]

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ এর পর থেকে সংশ্লিষ্ট করবর্ষ এর ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত যখনই রিটার্ন দাখিল করুন না কেন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১১.৫. নির্দিষ্ট তারিখে রিটার্ন দাখিল ব্যর্থ হলে করণীয়

রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?
হ্যাঁ। তবে, রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ (৩০ জুন তারিখে সমাপ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার পরে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। এক্ষেত্রে, পরবর্তী অর্থবছর (পরবর্তী ১ জুলাই হতে আরব্ধ) হতে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন-

ক। ধারা ২৬৬ অনুসারে জরিমানা;
খ। ১৭৪ ধারা অনুসারে কর অব্যাহতির ক্ষেত্র সংকোচন;
গ। মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত কর পরিশোধ;
ঘ। ইউটিলিটি সার্ভিসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া;
ঙ। বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে জটিলতা ইত্যাদি।

১১.৬.রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিগণনা[৭১]

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার প্রদেয় করদায় আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং করদাতাকে সে মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ১৭৪ ধারানুযায়ী কর নির্ধারণ ছাড়াও অতিরিক্ত সরল সুদ ও জরিমানা আরোপসহ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও যথারীতি প্রয়োগযোগ্য হবে।

ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন কোনো করদাতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, আয়কর আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুন্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:-

ক = খ+(খ-গ) ঘ ০ ০.০২, যেখানে,

ক= মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ= করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হইলে যেইরূপে কর পরিগণনা করা হইত সেইরূপে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না:

গ= উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

[৭০] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৪
[৭১] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৬৬

(অ) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;
(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, নিম্নে উল্লিখিত ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহে কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরবর্তীতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত থাকবে।[৭২]

- সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;
- সরকারি আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;
- কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত

আনুতোষিক তহবিল-

(ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং

(খ) হতে উহাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না:

- ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ভূত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হতে উদ্ভুত কোনো আয়:
- সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাদের নিয়মিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্প অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ:
- বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন;
- স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি উহা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়:
  - ✓ তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেইক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
  - ✓ একইসাথে, চাকরি হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহও রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরবর্তীতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত থাকবে।

[৭২] আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পৃষ্ঠা – ৬৭

১১.৭. উদাহরণ-২৪[৭৩]

জনাব শহীদুল জহির একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে তাঁর চাকরি হতে আয় ১২ লক্ষ টাকা। এছাড়া তিনি পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। উক্ত ব্যবসা হতে তিনি ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা আয় প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বর্ষে সঞ্চয়পত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং লিস্টেড কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। তিনি উক্ত আয়বর্ষে গাড়ির ফিটনেস নবায়ন বাবদ অগ্রিম আয়কর ২৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। ব্যাংক হতে বেতন প্রদানের সময় তার কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করা হয়। করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পরবর্তী ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বৃদ্ধি করেনি। এমতাবস্থায়, করদাতার করদায় নিরূপণ করতে হবে।

জনাব জহির রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সকল সুবিধা প্রাপ্য হতেন। তাছাড়া তিনি বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হতেন।

কিন্তু যেহেতু জনাব জহির রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন তাই তিনি করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সকল সুবিধা পাবেন না। যেমন ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০ক) এর অনুযায়ী পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসার ক্ষেত্রে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা কর অব্যাহতির সুবিধা তিনি পাবেন না। একই কারণে কোনো প্রকারের বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। তবে, চাকরি হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে তার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ লক্ষ টাকা, যেটি কম, করমুক্ত থাকবে।

করদায় পরিগণনার জন্য করদাতার মোট করযোগ্য আয় হবে-

(ক) চাকরি হতে আয়	১২,০০,০০০-৪,০০,০০০	৮,০০,০০০ টাকা
(খ) ব্যবসা হতে আয় (পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন)		১৫,০০,০০০ টাকা
মোট করযোগ্য আয়		২৩,০০,০০০ টাকা

রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সুম অনুসারে নিম্নরূপে করদায় পরিগণনা করতে হবে-

খ = ৩,৩২,৫০০ টাকা (২৩ লক্ষ টাকার উপর প্রযোজ্য কর);
গ = ৮৫,০০০ টাকা (উক্ত আমবর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি, (২৫,০০০+৬০,০০০);
ঘ = ২ (রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর নাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে এবং কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে)।

সুতরাং,
ক= খ+ (খ-গ)) × ঘ) × ০.০২
ক = ৩,৩২,৫০০ (৩,৩২,৫০০-৮৫,০০০) ০২০ ০.০২
= ৩,৩২,৫০০+ ১৯,৯০০
= ৩,৫২,৪০০

অর্থাৎ জনাব শহীদুল জহিরের প্রদেয় করদায়ের পরিমান হবে ৩,৫২,৪০০ টাকা।

[৭৩] উদাহরণ -২২, পৃষ্ঠা –৬৭, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

১১.৮.১. নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন, তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পরিগণনা করতে হবে।

১১.৮.২. উদাহরণ-২৫[74]

মিজ সাদিয়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো রিটার্ন দাখিল করবেন। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য মিজ সাদিয়ার রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৫। তিনি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমান
১)	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২)	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
৩)	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০
	মোট বিনিয়োগ	১২,১০,০০০

মিজ সাদিয়ার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমান নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমান
১)	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২)	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম) ২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,৫০,০০০ টাকা ২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০ টাকা	১,২০,০০০
৩)	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ (৩ক ও ৩খ এর মধ্যে যেটি কম) ৩ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১০,০০,০০০ টাকা ৩খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৫,০০,০০০ টাকা	১০,০০,০০০
	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১২,১০,০০০

[74] উদাহরণ -২০, পৃষ্ঠা –৫৯, আয়কর নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১০,০০০
মোট	১৫,০০০

৩. রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

করদাতা একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন। তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যাবে। সুতরাং, করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে শূন্য টাকা।

৪. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতা যেহেতু রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা শূন্য এবং করদাতাকে ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিগণনা করে কর পরিশোধ করতে হবে।

১২. পরিশিষ্ট

প্রথম তফসিল

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন[৭৫]—

(১) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে-

(অ) এইরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং

(আ) অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;

(খ) ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং

(গ) রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়-

(অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;

(আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং

(ই) ঘোষিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।

(২) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

(ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানির উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয়-

(অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

(আ) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয়; বা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৩) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যেকোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) শিল্পোদ্যোগ ও তাহার সম্প্রসারণ;

(খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

(গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;

(ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা

(ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।

[৭৫] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৪

তৃতীয় তফসিল

অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন[৭৬]

অংশ ১ : অবচয় ভাতা পরিগণনা

১। কৃষিতে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয় ভাতা।-

(১) কোনো করদাতা কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তাহার মালিকানাধীন কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো বাবদ অবচয় ভাতা, অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে প্রদত্ত হইবে, যথা:-

ক্রমিক	মুলধনি পরিসম্পদ	অবচয়ের হার (শতাংশ)
১	ইট, কনক্রিট, ইস্পাত বা সমজাতীয় উপকরণ দ্বারা নির্মিত ইমারত বা কাঠামো	৫
২	টিন, বাঁশ, খড় বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা নির্মিত ঘরবাড়ি	১০
৩	স্থায়ী বেড়া	১০
৪	নলকুপ	১০
৫	ট্র্যাঙ্ক	১০
৬	সেচের কুয়া, চ্যানেল, পাইপ	১০
৭	কাঠ বা বাঁশের তৈরি কৃষি সরঞ্জাম	২০
৮	ওজন মাপার যন্ত্র	১০
৯	ট্রাক্টর, তেলের ইজিন এবং হালকা যন্ত্র	১০
১০	ট্রাক, ডেলিভারি ভ্যান এবং অন্যান্য মোটরযান	১০
১১	পাইবার পাম্পিং যন্ত্রপাতি	২০
১২	অযান্ত্রিক ভ্যান	১৫
১৩	বাষ্প ইঞ্জিন	১০
১৪	কারখানার যন্ত্রপাতি	১৫
১৫	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সাধারণ যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, প্লান্ট ও অন্যান্য পরিসম্পদ	১০

২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে করদাতার কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ

[৭৬] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০

সম্পূর্ণভাবে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

২। ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা।-

(১) কোনো করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য অবচয় ভাতা এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার এবং সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, প্রদত্ত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত অবচয় ভাতা হইবে করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তাহার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য সাধারণ অবচয় ভাতা এবং প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা, এবং উহা উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর এই অংশে বর্ণিত ভিত্তি, হার, সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রদত্ত হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যেই পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হত তাহার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা প্রদেয় হইবে না, যদি না করদাতার রিটার্নে উক্ত পরিসম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার দাবি প্রতিফলিত হয়।

(৫) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্য পরিগণনা করিবার ক্ষেত্রে, পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) কোনো পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত মোট বিয়োজন উক্ত পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের অধিক হইবে না।

(৭) কোনো নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানির মালিকানাধীন এবং অপর কোনো ব্যক্তির নিকট লিজ প্রদত্ত পরিসম্পদের অবচয় কেবল উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্বৃত লিজ ভাড়া বাবদ আয়ের বিপরীতে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন ফাইনান্স লিজ প্রদানকারী (lessor) কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এইরূপ কোনো যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, যানবাহন বা আসবাবপত্রের উপর কোনো ভাতা প্রদেয় হইবে না যাহা কোনো লিজগ্রহীতাকে ফাইনান্সিয়াল লিজ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না যদি-

(অ) রিটার্ন দাখিল করিবার সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণাদি অথবা উপকর কমিশনার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করা না হয়; এবং

(খ) অনুরূপ পরিসম্পদ বিবেচ্য আয়বর্ষে ব্যবহৃত না হয়।

(১০) এই অংশের উদ্দেশ্যপুরণকল্পে, 'নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানি' অর্থ কোনো লিজিং কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা লিজিং ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত।

৩। কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ।-

(১) কোনো করদাতার কোনো মোটরযানের ক্রয়মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উক্ত অবচয় ভাতা প্রদেয় মোটরযান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পরিবহণে নিয়োজিত বাস বা মিনিবাস ব্যতীত কোনো যাত্রীবাহী মোটরযান হয়।

(২) কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত কোনো মজুরি, ভর্তুকি, রেয়াত বা কমিশন এবং সহায়তা (সুদসহ বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত) এর মূল্য বাদ যাইবে

(৩) যেইক্ষেত্রে করদাতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত পরিসম্পদ ব্যতীত কোনো ব্যবহৃত পরিসম্পদ অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য তাহার ন্যায্য বাজার মূল্যের অধিক হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সহিত বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করিবার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করিয়া;

(খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করিয়া।

৪। সাধারণ অবচয় ভাতার হার।-

কোনো পরিসম্পদের অবলোপিত মুল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে সাধারণ অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পরিসম্পদ শ্রেনী (২)	হার (অবলোপিত মুল্যের %)
(১)	ইমারত (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলে)	৫
(২)	কারখানা ভবন	১০
(৩)	আসবাবপত্র ও ফিটিংস	১০
(৪)	অফিসের সরঞ্জাম	১০
(৫)	যন্ত্রপাতি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম (এই সারণীতে অন্য কোনোভাবে	১০
(৬)	সমুদ্রগামী জাহাজ	
	(ক) নতুন	৫
	(খ) পুরাতন ক্রয়ের সময় যাহার বয়স -	
	অ) অনধিক ১০ বছর	১০
	আ) ১০ বছরের অধিক	২০
(৭)	এক্স-রে, ইলেক্ট্রথেরাপিউটিক ও উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ অন্যানা মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি	২০
(৮)	ব্যাটারি চালিত এ্যাপারেটাস ও রিচার্জেবল ব্যাটারি	৩০
(৯)	অডিও-ভিজুয়াল পণ্য উৎপাদন ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	২০
(১০)	ভাড়ায় চালিত ব্যতীত সকল প্রকার মোটরযান।	১০
(১১)	ভাড়ায় চালিত সকল প্রকার মোটরযান	২০
(১২)	প্রিন্টার, মনিটর ও আনুষঙ্গিক আইটেমসহ কম্পিউটার হার্ডওয়ার	২৫
(১৩)	প্রফেশনাল ও রেফারেন্স ম্যানুয়ালটি	২৫
(১৪)	এয়ারক্রাফ্ট, এ্যারোইঞ্জিন ও এরিয়াল ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি	৩০
(১৫)	কাঁচ বা প্লাসটিক পণ্য বা কনক্রিট পাইপ তৈরিতে ব্যবহৃত ছাঁচ	৩০
(১৬)	খনিজতেন সম্পর্কিত	

	(ক) মাটির নীচে স্থাপিত সরঞ্জামাদি	১০০
	(খ) বহনযোগ্য বয়লার, খনন যন্ত্র, ওয়েলহেড ট্যাংক ও রিগসহ মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি	২৫
(১৭)	সেতু	২
(১৮)	রাস্তা	২
(১৯)	ফ্লাইওভার	২
(২০)	পেভমেন্ট রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে	২.৫
(২১)	এ্যাপ্রোন, টারম্যাক	২.৫
(২২)	বোর্ডিং ব্রিজ	১০
(২৩)	যোগাযোগ ও অনুসন্ধান সহায়ক এবং অন্যানা সরঞ্জাম	৫
(২৪)	এই সারণীতে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ সকল ভৌত পরিসম্পদ	১০%

৫। প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা।-

(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ভবন নবনির্মিত হইয়াছে অথবা যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিসম্পদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

যথা:-(২) নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে কোনো প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না,

(ক) ভাড়ায় খাটানো হয় নাই এইরূপ মোটরযান, এবং

(খ) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ যেকোনো যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা।

(৩) কোনো করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে কোনো পরিসম্পদ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে আয়বর্ষে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, এই ২ (দুই) এর মধ্যে যাহা পরে ঘটে, সেই আয়বর্ষের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পরিসম্পদ	প্রারম্ভিক অবচয় হার
১)	যে কোন ধরনের ইমারত	১০%
২)	ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ জাহাজ বা মোটরযান ব্যতীত “যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা” এর আওতাভুক্ত যেকোন পরিসম্পদ	২৫%

৬। যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা।–

(১) যেইক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো শিল্প স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(২) শিল্প স্থাপনাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বৎসর হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর আয় বর্ষ	ত্বরান্বিত অবচয়ের হার %
১)	প্রথম আয়বর্ষ	৫০%
২)	দ্বিতীয় আয়বর্ষ	৩০%
৩)	তৃতীয় আয়বর্ষ	২০%

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি, সীমা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনার মালিকানাধীন এবং পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় নাই;

(খ) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা-

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বডি কর্পোরেট কর্তৃক পরিচালিত যাহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত, বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যাহার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন কমপক্ষে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) শিল্প স্থাপনাটি-

(অ) টিআইএন ধারী;

(আ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ই) স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে;

(ঈ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে রিটার্ন দাখিল করে;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, যথা:-

(অ) বোর্ডের নিকট, বিধিবদ্ধ ফরম ও পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাসের শেষ দিন হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতার জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(আ) আবেদনপত্রের সহিত এই মর্মে একটি ঘোষণা সংযুক্ত করিতে হইবে যে, শিল্প স্থাপনাটি এই আইনের কোনো ধারার অধীন কর অব্যাহতি পায় নাই, এবং কর অব্যাহতির জন্য বোর্ডের নিকট কোনো আবেদন করে নাই এবং করিবে না।

(৫) কোনো আয়বর্ষে কোনো পরিসম্পদের ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইলে উক্ত পরিসম্পদের অনুকূলে এই আইনের অধীন কোনো সাধারণ বা প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৭। পরিসম্পদের বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা:

যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই অংশের অধীন উক্ত আয়বর্ষে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে নাঅ

৮। ব্যাখ্যা।- এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(১) "**পরিসম্পদ**" অর্থ কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন স্পর্শযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি (পতিত ভূমি ব্যতীত), বা স্থাবর সম্পত্তিতে কাঠামোগত উন্নয়ন-

(ক) যাহার স্বাভাবিক ব্যবহার উপযোগী আয়ু ১ (এক) বৎসরের অধিক,

(খ) স্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে যাহার মূল্য হ্রাস পায় বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়; এবং

(গ) যাহার জন্য এই আইনের কোনো বিধানের অধীন অবচয় ভাতা ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা অনুমোদিত নহে;

(২) "আসবাবপত্র" অর্থে ফিটিংস অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) 'স্থাপনা' অর্থে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, যানবাহন, ম্যানুয়ালটি , বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, এবং সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "জাহাজ" অর্থে কোনো স্টিমার, মোটর চালিত জলযান, সেইল, টাগ বোট, কার্গোর জন্য ইস্পাত বা লোহার পাটাতন, কাঠের কার্গো বোট, মোটর লঞ্চ ও স্পিড বোট অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "কাঠামোগত উন্নয়ন' (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত), অর্থে কোনো ইমারত, রাস্তা, ড্রাইভওয়ে, কার পার্ক, রেলওয়ে লাইন, পাইপ লাইন, সেতু, টানেল, এয়ারপোর্ট রানওয়ে, ক্যানেল, ডক, ওয়ার্ফ, ধারক প্রাচীর, বেড়া, বিদ্যুৎ লাইন, পানি বা পানি নিষ্কাশন পাইপ, নালা, ল্যান্ডস্কাপিং বা ড্যাম অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬)"অবলোপিত মূল্য" অর্থ-

(ক) যেইক্ষেত্রে পরিসম্পদটি কোনো আয়বর্ষে অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ অনুমোদিত কোনো প্রারম্ভিক ভাতা বাদ দিয়া সম্পদটির ক্রয়মূল্য;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সম্পদটির ক্রয়মূল্য হইতে পূর্ববর্তী আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের কর নির্ধারণীতে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত অবচয় ভাতাসমূহের সমষ্টির বিয়োগফল।

অংশ ২ : অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা পরিগণনা

এই আইনের অধীন কর নির্ধারণকালে করদাতার কর্তৃক দাবিকৃত কোনো ব্যয় মূলধনি প্রকৃতির বলিয়া অননুমোদিত হইলে করদাতা উক্ত ব্যয় পরবর্তী করবর্ষগুলোতে ১০% (দশ শতাংশ) হারে অ্যামর্টাইজেশন ভাতা হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

ষষ্ঠ তফসিল

কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট[৭৭]

অংশ ১

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে, যথা:-

(১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ইহার কোনো কর্মচারীর আয়;

(২) নিম্নবর্ণিত যেকোনো আয়-

(ক) কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের এইরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ট্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নহেন এইরূপ বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;

(গ) দফা (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত কোনো কর্মচারীর কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকরিতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং উক্তরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে:

(৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক:

(৪) সরকারি পেনশন তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(৫) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৬) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল-

(ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং

(খ) হইতে উহাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যাহা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না;

(৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ভূত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ভুত কোনো আয়;

(৮)সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্প অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৯) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(১০) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত সত্তাসমূহ কর্তৃক অর্জিত যেকোনো আয়, যথা:

(ক) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund);

[৭৭] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬, ৭৭ এবং ৭৮

(খ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল (Alternative Investment Fund);

(গ) রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (Real Estate Investment Trust);

(ঘ) একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Exchange Traded Fund);

(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়,

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।

(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃব গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়;

(১৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জ;

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হইতে হইবে; এবং

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত উক্তরূপ সত্তা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না;

(গ) উপ-দফা (খ) তে বর্ণিত শর্ত করবর্ষ ২০২৬-২০২৭ হইতে প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হইবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হইবে;

ব্যাখ্যা। এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সার্ভিস চার্জ" অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেনো;

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(১৫) ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে;

(১৬) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১৭) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যাহা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছেন;

(১৮) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়;

(১৯) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যাহা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছে;

(২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-

(অ) জমি চাষাবাদ হইতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

(২১) ১, জুলাই ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) এআই বেজড় সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution developement);

(খ) ব্লকচেইন বেজড় সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution developement);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ বা সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software developement and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website developemtn and service)

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service)

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service)

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development)

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design)

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication)

(থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving);

তবে শর্ত থাকে যে, ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হইতে উক্ত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে;

(২২) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;
বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ:

(২৩) বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধাকারী কোম্পানির পক্ষে কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ;

(২৪) যে কোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়, যাহার-

(ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হইলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(২৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

(২৬) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এইরূপ কোনো আয় যাহা "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত নহে এবং যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন করে-

(ক) সরকারের এমপিওভুক্ত (মাসিক পে অর্ডার এর জন্য তালিকাভুক্ত) হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;

(গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়;

(২৭) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যাহা কম;

(২৮) কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত অন্য কোনো আয়;

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা:

(২৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে কোনো কল্যাণ ভাতা;

(৩০) সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

(৩১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(৩২) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টিত কর পরিশোষিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে:

এস. আর. ও. নং ৪১৭-আইন/আয়কর-৬০/২০২৪, তারিখঃ ১৭/১২/২০২৪ এর মাধ্যমে দফা (৩৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে

(৩৩) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে আনীত হইলে অনুরূপ আয়।

(৩৪) সার্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় পেনশন বাবদ উদ্ভূত কোন আয়;

(৩৫) স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি উহা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেইক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(৩৬) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয়, যাহা-

(ক) তালিকাভূক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হইতে অর্জিত হইয়াছে; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পন্সর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হইতে অর্জিত নহে।

অংশ ২

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন হইবে, যথা:-

(১) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে-

(ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন বা এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো তহবিলে নিম্নবর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপেক্ষে দানকৃত কোনো আয়, যথা:-

(অ) কোনো কোম্পানির আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ৮ (আট) কোটি টাকা, দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;

(আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতার আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) বা ১ (এক) কোটি টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম;

(খ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে দানকৃত আয়;

(গ) সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দানকৃত আয়;

(ঘ) আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে দানকৃত আয়।

(ঙ) জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন এ দানকৃত আয়।

(২) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দানকৃত আয়।

অংশ ৩

সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

১। প্রয়োগ-এই অংশ কোনো নিবাসী স্বাভাবিক (ব্যক্তি) করদাতা, এবং অনিবাসী বাংলাদেশি (স্বাভাবিক বাক্তি) করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য এইরূপ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়।

নিম্নবর্ণিত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(১) করদাতা কর্তৃক তাহার নিজের জন্য অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” পরিচালনা করিবার জন্য পরিশোধিত কোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) ১০% (দশ শতাংশ);

(২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা এইরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” এর জন্য পরিশোধিত অর্থ বাংলাদেশে পরিশোধ না করা হইলে, এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না;

(৩) কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণের অর্থ হইতে চাকরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না;

(8) Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(৫) দ্বিতীয় তফশিলের অংশ ৩ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা এবং তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যাহা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে;

(৬) অনুমোদিত কোনো বার্ধক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ;

(৭) কোনো আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত কোনো অর্থ, যথা:-

(ক) অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার কোনো সরকারি সিকিউরিটিজ;

(খ) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা সম্পদ ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;

(গ) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বা মাসিক সঞ্চয় স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ১ (এক) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার টাকা;

(ঘ) সার্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদেয় যে কোন পরিমান চাঁদা।

(৮) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের অধীন পরিচালিত কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ;

(৯) করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত কোনো দান, যাহা এইরূপ অর্থ পরিশোধের ১ (এক) বৎসর পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে;

(১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি এইরূপ সংগঠন উক্ত দানের এক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

হয়;

(১১) করদাতা কর্তৃক যাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫ নং আইন) দ্বারা বা ইহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(১২) স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কারো সুবিধা প্রতিবিধানার্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমা স্কিমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ যদি এইরূপ তহবিল অথবা স্কিম বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়;

(১৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ;

(১৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

সপ্তম তফসিল

বিশেষ করহার[৭৮]

১। এই আইনের অধীন "মূলধনি আয়" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি, "ব্যক্তিসংঘ) ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) কোম্পানি, "[ব্যক্তিসংঘ্য ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(গ) কোম্পানি, "[ব্যক্তিসংঘ্য ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে-

(অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;

(আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ। মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।

২। ধারা ২ এর দফা (৮১) এ সংজ্ঞায়িত "লভ্যাংশ" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে-

(ক) কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ২০% (বিশ শতাংশ);

(খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে এইরূপ লভ্যাংশ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার।

৩। লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তির উপর ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হইবে।

৪। ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো প্রকারের গ্রস আয়ের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত লিখিত আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) করমুক্ত কোনো আয়:

(খ) কোনো দান বা অনুদান;

(গ) কোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(২) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নেই এইরূপ কোম্পানির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

[৭৮] আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৮